চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 26 May, 2020 ■ আগরতলা, ২৬ মে ২০২০ ইং ■ ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জুড়ল নাগাল্যান্ড, পূর্বোত্তরের আট রাজ্যেই করোনার থাবা

গুয়াহাটি, ২৪ মে (হি.স.)।। দেশের অন্যান্য রাজ্যের সাথে অবশেষে করোনা থানা বসাল নাগাল্যান্ডেও। সোমবার নাগাল্যান্ডে তিনজনের দেহে করোনা সংক্রমনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মোটের উপর উত্তর পূর্ব ভারতের আট রাজ্যেই করোনা থাবা বসিয়েছে।

সোমবার অসমে সকাল পর্যন্ত আরও নতুন ৩৫ যোগ ৩৯, মোট ৭৪ জনের দেহে দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্তের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৬৬-এ। আজ শনাক্তকৃতদের মধ্যে ৫৩ জন গোলাঘাট, ৬ জন কোকরাঝাড়, ৫ জন করিমগঞ্জ, ২ জন তিনসুকিয়া, ২ জন শিবসাগরের, ১ জন করে দুজন যোরহাট ও নগাঁও এবং ৪ জন ধেমাজির। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ দুবার যথাক্রমে সকাল ৮:৫০ এবং ১:১৫ মিনিটে এই দুঃসংবাদ দিয়ে রাজ্যের জনসাধারণকে সতর্কতা অবলম্বন করতে অনুরোধ করেছেন।

উল্লেখ্য, এই প্রথম ধেমাজি জেলার কোনও ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৫৭ জন রোগীকে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ৪০২ জন সক্রিয় রোগী বর্তমানে চিকিৎসাধীন। তাছাড়া মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের।

গতকাল রবিবার কোভিড-১৯ পজিটিভ ৪৬ জন রোগীর তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। রাত ১০.৩৫ মিনিটের টুইট আপডেটে ১৪ জন নতুন আক্রান্তদের শেষ তথ্য দিয়ে মন্ত্রী জানিয়েছিলেন তখন পর্যন্ত (২৪ মে রাত ১০.৩৫ মিনিট) রাজ্যে করোনা পজিটিভের সংখ্যা ৩৯২-এ দাঁড়িয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫ জন হোজাই, ৫ জন কামরূপ গ্রামীণ, ৫ জন কামরূপ মেট্রো, ১ জন নগাঁও এবং ১ জন কারবি আংলঙের। অন্যদিকে শনিবার একদিনে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ৮৭ জন রোগীর পজিটিভ

রিপোর্ট এসেছিল।

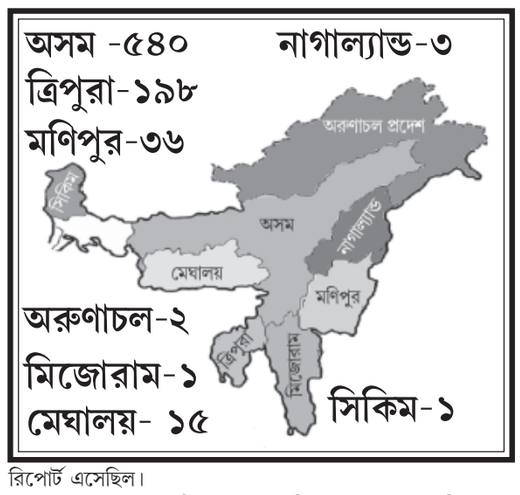

রাজ্যে গত পাঁচদিনের মধ্যে তিনশোর কাছাকাছি মানুষ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন। গত ২০ মে ৩১ জন, ১৯ মে ৪২ জনের দেহে এই মারণ ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছিল। প্রসঙ্গত, গত ১৩ মে থেকে আজ এই খবর লেখা পর্যন্ত অসমে মোট ৪৬৬ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ এসেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যে প্রথম গত ৩১ মার্চ প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। তার পর যথাক্রমে ৭ মে পর্যন্ত ৫০, ১৭ মে পর্যন্ত ১০০, ১৯ মে পর্যন্ত ১৫৭, ২১ মে পর্যন্ত ২০৩, ২২ মে পর্যন্ত ২৫৯, ২৩ মে পর্যন্ত ৩১৯, ২৪ মে পর্যন্ত ৩৯২ এবং আজ ২৪ মে সকাল পর্যন্ত ৪৬৬টি কোভিড-১৯ পজিটিভের মামলা ধরা পড়েছে।

এদিকে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির এক তথ্য হিন্দুস্থান সমাচার-এর হাতে এসেছে। এই তথ্য অনুযায়ী অসমে আজ ২৪ মে সকাল পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬৬ (সুস্থ ৫৭ এবং মৃত্যু ৪ জনের), ত্রিপুরায় ১৯৪ (সুস্থ ১৬৫), মণিপুরে ৩২ (সুস্থ ৪), মেঘালয়ে ১৪ (সুস্থ ১২, মৃত্যু ১ জনের), অরুণাচল প্রদেশে ১, তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন, নাগাল্যান্ডে ৩ এবং সিকিমে ১।

বরাক উপত্যকায় শনিবার রাতে পাঁচজনের পর আজ সোমবার আরও ২৫ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে গোটা বরাক উপত্যকায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭১-এ। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে শনিবার রাতে যাঁদের দেহে করোনা-র উপস্থিতি ধরা পড়েছিল তাঁরা সকলেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহিঃরাজ্য থেকে আসা আরও চার জনের দেহে মিলিল করোনার সন্ধান কেন্দ্রের নতুন নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। বহিঃরাজ্য থেকে করোনা সংক্রমিত হয়ে ত্রিপুরায় আগতদের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। আজ আরো ৪ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তারা সকলেই মুম্বাই থেকে ট্রেনে ফিরেছেন। সবমিলিয়ে ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১৯৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

ত্রিপুরায় বিএসএফ জওয়ান ও তাদের পরিবার করোনা আক্রান্তের তালিকায় শীর্ষে ছিলেন। তখন সাধারণ নাগরিকের করোনা আক্রান্তের ঘটনা ছিল না। কিন্তু, ট্রেন চালু হওয়ার পর থেকে বহিঃরাজ্য ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলছে। আজ রাতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব টুইট বার্তায় বলেন, ৯৯০টি নমুনা পরীক্ষায় ৪ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তারা মুম্বাই থেকে ট্রেনে ফিরেছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ১৬৫ জন সুস্থ হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ১৭মে, ২০২০ তারিখে জারি আদেশ অনুসারে হোটেল ও অন্যান্য অতিথিশালাগুলিতে স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, সরকারি কর্মচারী, আটকে পড়া মানুষকে (পর্যটক সহ) কোয়ারেন্টিন সুবিধা দেওয়ার জন্য খুলে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, হোটেল বা অতিথিশালাগুলি পর্যটক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক কাজে ভ্রমণরত ব্যক্তিদেরও আশ্রয় দিতে পারবে। তবে তাঁদের বাস, ফ্লাইট, ট্রেনের টিকেট প্রদর্শন করতে হবে।

অন্যদিকে জেলাশাসক ও সমাহর্তার বি'প্তিমূলে কন্টেইনমেন্ট জোনগুলিকে 'রেড জোন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবে ১৫ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের জারি করা আদেশ অনুসারে যদি সংশ্লিষ্ট এলাকায় ১৪দিন পর্যন্ত কোন কোভিড-১৯ রোগী পাওয়া না যায় তাহলে সেটিকে 'অরে' জোন' বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু সেখানে কন্টেইনমেন্ট জোন-এর নিয়মকানুন চলতে থাকবে ২৮দিন পর্যন্ত। ২৮ দিন পর্যন্ত কোন নতুন রোগী পাওয়া না গেলে তবেই সেটি 'গ্রীণ জোন'-এ পরিণত হবে। আজ ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এক বি'প্তিতে এই সংবাদটি জানানো হয়েছে।

গৃহবধূর ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা গকুলনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ মে।। লকডাউন এর মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা এক গৃহবধুর। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত গকুলনগর রাস্তারমাথা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গকুলনগর রাস্তার মাতা এলাকার সঞ্জীব দাস এর স্ত্রী আজ বেলা আনুমানিক ৩:৩০ মিনিট নাগাদ পরিবারের লোকেদের অজান্তে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস লাগায়। গৃহবধূ ঝুমা দাস দেবনাথকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় গৃহবধূর ননদ। তখন শুরু হয় চিৎকার-চেঁচামেচি মুহূর্তের মধ্যে এলাকার কিছু লোক একত্রিত হয়ে গৃহবধূকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে মাটিতে নামিয়ে আনে। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় দমকল বাহিনীকে। সাথে সাথে দমকল বাহিনীর কর্মীরা এসে তাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই

সোমবার ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে আগরতলায় গেঁদু মিয়ার মসজিদে নামাজ আদায় করা হয়। ছবি নিজস্ব।

২৭-২৯ মে রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট প্রবল শক্তিশালী দক্ষিণা হাওয়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের দিকে ধেয়ে আসার কারণে আগামী ২৭ থেকে ২৯ মে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা চিকিৎসা নিয়ে ফেসবুকে অপপ্রচার থানায় এফআইআর চিকিৎসক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। ত্রিপুরায় কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার চালানোর অভিযোগ এনে থানায় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে চিকিৎসকদের সংগঠন। বিএসএফ-এর জওয়ানরা ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়েছেন, অথচ তাঁদের করোনা আক্রান্ত বলে ঘোষণা করেছে ত্রিপুরা সরকার, ফেসবুক-এ জনৈক দয়াল হরি দেবনাথের প্রোফাইল থেকে এমনই প্রচার করা হয়েছে। এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে চিকিৎসক সংগঠন পশ্চিম আগরতলা থানায় এজাহার দাখিল করেছে।

এ-বিষয়ে অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক ডাঃ রাজেশ চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরায় করোনা মোকাবিলায় সামনের সারির যোদ্ধারা দিন-রাত পরিশ্রম করে চলেছেন। অথচ চিকিৎসকদের সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এবং মনোবল ভাঙার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, ফেসবুক-এ দয়াল হরি দেবনাথের প্রোফাইল থেকে বিএসএফ জওয়ানরা করোনা নয়, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে প্রচার করা হয়েছে। তাঁর দাবি, করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্তদের সেবায় নিয়োজিত। তাঁদের সুস্থ করে তুলছেন। অথচ, সমাজদ্রোহীরা চাইছে, করোনা-র বিরুদ্ধে যুদ্ধে চিকিৎসকদের মনোবল ভেঙে যাক। তাই, সমাজের চোখে তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় এ ধরণের অপপ্রচারে আমরা সামাজিকভাবে হেনস্তার শিকার হয়েছি। তাই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

তিনি জানান, দয়াল হরি দেবনাথের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার করা হয়েছে। কারণ, এ ধরনের অপপ্রচারে ত্রিপুরার মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসকদের প্রতি আস্থা হারানোর উপক্রম এসেছে। পুলিশ তাকে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবে বলে আমরা আশাবাদী, বলেন তিনি।

তাপপ্রবাহ ! লাল সর্তকতা জারি দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও চন্ডীগড়ে

নয়াদিল্লি,২৫ মে (হি. স.)।। তীব্র দাবদাহ। দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডীগড়ে আগামী দুই দিনের জন্য লাল সর্তকতা জারি করল ভারতীয় মৌসুম বিজ্ঞান বিভাগ (আইএমডি)। আইএমডি তরফে জানান হয়েছে আগামী দুই থেকে তিন দিন এই রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪৭ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

সোমবার আইএমডি তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে যে গ্রীষ্মকালে এই প্রথমবার তীব্র দাবদাহে জন্য লাল সর্তকতা জারি করা হল। লু এর কারণে গরম অনুভূত হচ্ছে বেশি।আগামী দিনেও এই ধারা বজায় থাকতে পারে।এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে সব থেকে বেশি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে রাজস্থানে চুরুতে।যেখানে পারদ এর কাটা ৪৭. ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। দিল্লি এনসিআর সহ পার্শবর্তী রাজ্যগুলিতে আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকবে।উত্তর ও পশ্চিম ভারতে তাপপ্রবাহ বা লু এর কারণে ভীষণ গরম অনুভূত হবে। ২৮ মের রাত থেকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। স্বস্তি পাবে সাধারণ মানুষ এর পরবর্তী পরিস্থিতিতে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে পারদের কাঁটা নেমে দাঁড়াবে ৩৮ থেকে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত।জুনের প্রথম সপ্তাহে কেরলের উপকূলে মৌসুমী বায়ু চলে আসবে।১৫ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভূকম্পন অনুভূত রাজ্যে, উৎপত্তি স্থল মণিপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। প্রকৃতির রুদ্র প্রতাপে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। করোনা সংকটের মাঝেই সোমবার মণিপুরে ভূমিকম্প হয়েছে। পার্শবর্তী রাজ্য অসম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায়ও কম্পনের অনুভূতি হয়েছে আজ রাত ৮টা ১২ মিনিটে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা এবং মায়ানমার সীমান্তবর্তী এাকায়। জানিয়েছে দিল্লিস্থিত ভূমিকম্প মনিটরিং সেন্টার। রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৫.৪।

করোনা সংকটে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এরই মাঝে ভূমিকম্প নতুন আতঙ্কের কারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউনের নিয়ম মেনেই ঈদ-উল-ফিতর পালিত রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। করোনা ঈদের খুশিকে কিছুটা ম্লান করেছে ঠিকই, কিন্তু সরকারি নিয়ম মেনে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ঈদের নামাজ আদায় করেছেন আজ। মসজিদে পারস্পরিক দূরত্ব মেনে এবং বাকিরা বাড়িতে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। গেদু মিয়াঁ মসজিদের আব্দুল রহমান বলেন, খুশির ঈদে এবার আমরা মর্মাহত। কারণ, করোনা-র প্রকোপে সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। তাই, প্রয়াতদের আত্মার শান্তি কামনায় এবং করোনা আক্রান্তদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় আজ আমরা আল্লাহ-এর কাছে প্রার্থনা করেছি।

রমজান মাস শেষে আজ ঈদ-উল-ফিতর পালিত হচ্ছে। খুশির ঈদে অন্যান্য বছরের মতো চমক এ বছর দেখা যায়নি। ঈদ উপলক্ষ্যে মসজিদে মানুষ জড়ো হতে পারেননি। কারণ, করোনা-র প্রকোপে লকডাউন মেনে চলতে গিয়ে জমায়েত বা সমাবেশে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ-এর পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল, ঈদ উপলক্ষ্যে মসজিদে জমায়েত হবে না। শুধুমাত্র কয়েকজন মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করবেন। বাকিরা বাড়িতেই নামাজ পড়বেন। আজ তার ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যায়নি। করোনা মহামারির জন্য লকডাউনের সরকারি নিয়ম সকলেই পালন করেছেন।

গেদু মিয়াঁ মসজিদের ইমাম আব্দুল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের ১২১ তম জন্মজয়ন্তী আজ ত্রিপুরায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। তবে, এ-বছর কোনও ধরনের আড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পক্ষ থেকে রাজধানীর নজরুল কলাক্ষেত্রে বিদ্রোহী কবির ১২১ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে।

এ-উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যরাও কাজি নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তবে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখেই কাজি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। এদিন কোনও ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি।

বিদ্রোহী কবির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, কাজি নজরুল ইসলাম ছিলেন সাংস্কৃতিক জগতের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাবী আদায়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে গণহারে পোস্ট কার্ড পাঠালেন ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছি। আমাদের পাশে দাঁড়ান। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই আর্জি জানিয়ে গণ-পোস্টকার্ড পাঠালেন চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকা। রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন পোস্ট অফিসে সোমবার ওই সব পোস্টকার্ড পাঠিয়েছেন তাঁরা।

করোনা-র সংক্রমণে চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা আন্দোলনে শামিল হতে পারছেন না। প্রশাসনিক নির্দেশ মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁদের। রবিবার চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা নিজ নিজ এলাকায় প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন। পরবর্তী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার চাকরিচ্যুতরা পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের অভাব অভিযোগ জানিয়েছেন। সাথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কাছে দাবি রেখেছেন তাঁরা। সরকারকেই ১০৩২৩ কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে বলেও সুর চড়িয়েছেন ওই সব শিক্ষককুল।

আন্দোলনকারীদের পক্ষে ডালিয়া দাস বলেন, চাকরিচ্যুত প্রতিটি পরিবার অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। অনেকে জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার অভাবে ভুগছেন। সরকার অবিলম্বে তাঁদের পাশে না দাঁড়ালে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন, একপ্রকার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন তিনি।

গত ৩১ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে ১০৩২৩ শিক্ষক-কর্মচারী চাকরিচ্যুত হয়েছেন। এরই মধ্যে করোনা-র সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করায় পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য নির্দেশ জারি করেছে সরকার। স্বাভাবিকভাবেই, চাকরিচ্যুত হয়েও ওই শিক্ষকরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার কোনও সুযোগ পাচ্ছেন না। পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখেই তাঁদেরকে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তবে দিন যত গড়াচ্ছে ততই চাকরিচ্যুত পরিবারের লোকজনদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে।

ত্রিপুরা সরকার চাকরিচ্যুতদের বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এয়ারপোর্ট সংলগ্ন দুই বাড়িতে এক রাতে দুঃসাহসিক চুরি, আতঙ্কে জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। লকডাউন চলাকালে চোরের দৌরাত্ম চরম আকার ধারণ করেছে। এয়ারপোর্ট থানা এলাকার সুভাষ কলোনিতে দুটি বাড়িতে পরপর দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সুভাষ কলোনির চিত্ত রঞ্জন দেবনাথ এর বাড়িতে এবং তাপস দেবের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। রবিবার রাতে ঘরের দরজা তালা ভেঙ্গে চিত্তরঞ্জন দেবনাথের ঘর থেকে নগদ টাকা সোনা গয়না সহ অন্যান্য সামগ্রী হাতে নিয়ে যায় চোরের দল।

একই রাতে তাপস দেবের বাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ক্লাবগুলির সহায়তা চাইল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্লাব-র সহযোগিতা চেয়েছে ত্রিপুরা সরকার। আজ বিভিন্ন ক্লাব-র কর্মকর্তাদের নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী সভা করেছেন।

সভায় মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, বর্তমানে সারা বিশ্বে, দেশে ও রাজ্যে যে পরিস্থিতি রয়েছে তাতে সকল ত্রিপুরাবাসী প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই সমস্যায় বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান তিনি। তাঁর কথায়, করোনা সংক্রমণ বাতাসে ছড়ায় না দৈহিক সংস্পর্শে মানুষ সংক্রমিত হন। তিনি বলেন, রাজ্যের বহু মানুষ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ও বিদেশে রয়েছেন। আবার অন্যান্য রাজ্যের মানুষ যেমন ইটভাট্টা শ্রমিক, অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক ও গোলবাজারে নিত্য কর্মরত বহু শ্রমিক আমাদের রাজ্যে রয়েছেন। আমাদের রাজ্যেরও বহু লোক বিভিন্ন কাজে, চিকিৎসার কাজে, পড়াশুনার কাজে বহির্রাজ্যে রয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, লকডাউন সামান্য শিথিল হওয়ায় ট্রেন, বিমান ও বাস পরিষেবা কিছুটা চালু হয়েছে। অথচ, কিছু কিছু অংশে স্থানীয় মানুষের অসচেতনতার কারণে বাইরে থেকে এসে ত্রিপুরার নাগরিকরা নিজের বাড়িতে ঢুকতে পারছেন না। এক জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ-ক্ষেত্রে ক্লাবগুলির ভূমিকা নেওয়া ও সাহায্যের দরকার রয়েছে।

তিনি বলেন, সব কাজ আইন বা পুলিশ দিয়ে হয় না। আইন সৃষ্টি ও লাগু করা যায়, কিন্তু সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ক্লাবগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর দাবি, বর্তমানে রাজ্য সরকার যেকোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি আছে এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। তিনি বলেন, এখন লকডাউনের চতুর্থ স্তর, তাতে বিভিন্ন স্থানে শিথিলতা আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মতে মানুষকে বাঁচিয়ে রেখে আমরা আগামীদিনে এগিয়ে যাব, বলেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নতুন গাইডলাইন অনুযায়ী করোনা সংক্রমণের চিকিৎসা পরিষেবায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কিছুটা ছাড় দিয়েছে। ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যেখানে বাড়িতে আবদ্ধ থাকা এবং প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাঁর দাবি, ৭দিন ধরে যদি কোন ব্যক্তির সর্দি, কাশি, জ্বর থাকে তাহলে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখা হবে অর্থাৎ উপসর্গ থাকলে যতক্ষণ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষায় নেগেটিভ রিপোর্ট না আসবে ততদিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২২২ ▫ ২৬ মে ২০২০ ইং ▫ ১২ জ্যৈষ্ঠ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সীমান্তে চিনের রণসাজ

আবার যুদ্ধের মেজাজে চিন ভারতীয় সীমান্তে তৎপরতা চালাইয়া যাইতেছে বলিয়া প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে। করোনা আক্রমণে গোটা বিশ্ব যখন তছনছ, মৃত্যুর মিছিল চলিতেছে তখন চিনের মর্জি মেজাজ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি গোটা বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়াছে। ভারতীয় সেনার সাথে সংঘাত সহসা মিটানোর মেজাজে নাই চিন। ভারত চিন সীমান্তে উত্তেজনা কমানোর লক্ষ্যে দুই দেশের সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত পাঁচ দফায় বৈঠক ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতীয় সেনা প্রধান জেনারেল এম এম নারওয়ানে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা পরিদর্শন করিয়াছেন। উত্তর লাদাখের গালভান নালা অঞ্চলে অস্থিরতা স্বাভাবিক করিয়া তুলিবার জন্য ভারত ও চিনের ফিল্ড কমান্ডারদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। সীমান্তে চিনা সৈনিকদের মোতায়েন বৃদ্ধি এবং শতাধিক তাঁবু স্থাপনের ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ইঙ্গিত মিলিয়াছে এইবার চিন ভারতীয় সেনা বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত সহসা নিরসনের মেজাজে নাই। পূর্ব লাদাখের নিয়ন্ত্রণ রেখায় চিন পাঁচ হাজারের বেশী সেনা মোতায়েন করিয়াছে। অন্যদিকে ভারতও সীমান্তে সৈন্য বাড়াইয়াছে। ভারতীয় সেনা প্রধান চিনের সঙ্গে দফাওয়ারি বৈঠক চালাইয়া গেলেও শান্তির কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। চিনা সেনা বাহিনী যেভাবে লাদাখের প্যাংগং তসো হ্রদ এবং গালভান উপত্যকার আশেপাশে সৈন্য সমাবেশ বাড়াইয়া চলিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত ভারত চিন সংঘাত মিটিতেছে না।

চিন গালভান উপত্যকায় সামরিক শক্তি বাড়াইয়াছে। দুই সপ্তাহে অন্তত একশটি তাঁবু তৈরী করিয়াছে। ইহা ছাড়াও বাঙ্কার নির্মাণের জন্য ভারী সরঞ্জাম সীমান্তের কাছাকাছি আনা হইয়াছে। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে, চিন যদিও এই অঞ্চলে ভারতের নির্মাণ কার্য্যক্রমের বিষয়ে আপত্তি জানাইতেছে। তবুও উপগ্রহ পর্য্যবেক্ষণ এবং গোয়েন্দা রিপোর্ট দেখা গিয়াছে যে, শ্যোক নদীর উপনদী গালভান নদীর কাছে চিন ভারতীয় পয়েন্টে সেনা জওয়ান আনা নেওয়ার জন্য ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি রাস্তা তৈরী করা হইয়াছে। ভারত চিন সম্পর্ক তিক্ততার পর্য্যায়েই আছে। তাহার কোনও পরিবর্তন হইল না। চিন হিন্দী ভাই ভাই শ্লোগান তুলিয়া ভারত যে শান্তি ও মৈত্রীর নয়া ইতিহাস গড়িতে চাহিয়াছিল তাহা বারবার ব্যর্থতাতে পর্যবসিত হইল। স্বাধীনতার পর ভারত মাত্র হাটি হাটি পা পা। গাদা বন্দুক ছাড়া ভারতীয় সেনার হাতে ছিল না কোনও অস্ত্র। সেই সময় চিন ভারত আক্রমণ করে। ১৯৬২ সালে এই চিন যুদ্ধ ভারতের চোখ খুলিয়া দেয়। সেই সময় চিনা ফৌজ একেবারে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত আসিয়াছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন আর্তনাদ চালাইয়া গিয়াছে। অর্থবল সেনা বল অস্ত্র বল কিছুই ছিল না। তখন জনগণ বাড়ীর বড় মেয়েরা নিজেদের গয়না, অর্থ দান করেন সরকারী কোষাগারে। তখন চিনকে কোনও রকম ভাবে টেক্কা দিয়াছিল ভারত। সেই ১৯৬২ সাল হইতেই চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের সেই অবনতির আর উন্নতি ঘটিল না।

চিনের ভারত আক্রমণ নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিয়াছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ঝড় বহিয়া যায়। কমিউনিস্টরা স্পষ্ট বলিয়া বেড়ান যে, চিন ভারত আক্রমণ করে নাই। তখন দেশের চিনপন্থী কমিউনিস্টদের বাছিয়া বাছিয়া ভারত সরকার জেলে পুরিয়া দেয়। তাহার কারণ হইল চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া দেওয়া। হইয়াছেও তাই কমিউনিস্ট পার্টি তিন ভাগ হইয়া যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) মূল কমিউনিস্ট পার্টি নিজেকে প্রকাশ্যে রাশিয়াপন্থী বলিয়া পরিচয় দেয়। আর সিপিআই(এম) কার্য্যত চিনের প্রতি দুর্বল থাকিলেও তাহারা কোনও শিবিরে ঠাঁই নেয় নাই। আজ, দীর্ঘদিন পরও চিন ভারত সম্পর্কের উন্নতি হইল না। অথচ হাজার হাজার বছরের ইতিহাস খুঁজিলে দেখা যাইবে ভারত ও চিন সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিল কত নিবিড়। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়া অনেক তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন। দেখা গিয়াছে ভারত ও চিনের নিবিড় সাংস্কৃতিক যোগসূত্র উভয় দেশকেই সমৃদ্ধ করিয়াছে। করোনা ভাইরাস সম্পর্কে চিন নানা ভাবে অভিযুক্ত। সেই চিন এখন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়াই আছে। আগামী দিনে এই সংঘাত বন্ধ না করিলে দুই দেশের সামনেই বিপদ ঘনাইয়া আসিবে।

চিনের গলায় আঙ্গুল ঢোকানোর সময় হয়েছে

আর কে সিনহা

গোটা বিশ্বকে করোনা মহামারির মত ভয়ানক ভাইরাস দেওয়া চিন নিজের অভ্যাস বদল করছে না।ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামার মানসিকতা রয়েছে চিনের। লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার (এলএসি) প্যাঙ্গোংটোসো (হ্রদ) এবং গালভান উপত্যকায় সেনা ও গতিবিধি দ্বিগুণ করে দিয়েছে চিন।

চিনের গলায় আঙুল ঢুকানোর জন্য ভারতও পুরোপুরি প্রস্তুত।চিনের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ভারতীয় সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারভানে লাদাখের ১৪ কোরের সদর দফতর লেহ পরিদর্শন করেছেন এবং চিনের সঙ্গে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় বাহিনীর নিরাপত্তা মোতায়েন সম্পর্কে সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। চিনা নেতৃত্ব ভুল বুঝে থাকতে পারে যে তাদের দেশ অজেয়।চিন যদি প্রকৃত অজেয় এবং খুব শক্তিশালী হন তবে তারা হংকংয়ে হওয়া দীর্ঘকালীন আন্দোলনকে দমন করতে পারত। চিন যদি সত্যি অজেয় হতো তবে তারা তাইওয়ানকে এতক্ষণে খেয়ে নিত। বিস্তারবাদি মানসিকতা নিয়ে শুরু থেকেই চলছে চিন।এটিই তার বিদেশনীতির মূল ভিত্তি।তবে এবার ১৯৬২ র ভারতের মুখোমুখি হচ্ছে না চিন।এক অন্য ভারতের মুখোমুখি হতে হবে চিনকে।বুদ্ধ, মহাবীর এবং গান্ধীর দেশ সংকটময় পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে।আমরা অহিংসা পছন্দ করলেও আমাদের নায়করাদের মধ্যে কর্ণ ও অর্জুনকে পড়েন।

ভারতের সঙ্গে লড়াইয়ের অর্থ নিজেদের অর্থনীতিকে ধসিয়ে দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো।ভারত-চিন বাণিজ্যের পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলার। এতে দুর্দান্ত লাভবান হচ্ছে চিন। ভারত থেকে আমদানির তুলনা অনেক বেশি রফতানি করে চিন।চিন নিজেকে সংশোধন না করলে তার থেকে আমদানি করার হার কমিয়ে ফেলবে ভারত। যাইহোক, বর্তমানে চিনের বিরুদ্ধে মনোভাব ভারতে তৈরি হয়েছে। ১৯৬২ সাল থেকে বেশির ভাগ ভারতীয় চিনকে ঘৃণা করত।এখন করোনার মহামারীর পরে আরও কিছু করা শুরু করেছে।

চিন লাগোয়া সীমান্তে ভারতীয় সেনা প্রধানের যাওয়া থেকে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে চলেছে।উভয় পক্ষের হাজার হাজার সৈন্য একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে। চিনের কাছে সমস্যাটি শুরু হয়েছিল যখন কিছু সময় আগে আমাদের সেনারা সীমান্ত সংলগ্ন কয়েকটি জায়গায় প্রয়োজনীয় সেনা ছাউনি তৈরি করতে শুরু করেছিল।আমরা আমাদের সীমান্তের মধ্যে কাজটি করছিলাম। তবে চিনা সেনারা এটির বিরোধিতা করেছিল।সীমান্তে চিনাদের অবৈধ কর্মকাণ্ড ভারত যে বরদাশত করবে না তা বুঝতে পেরেছে বেইজিং। এখন আর আগের মতো রক্ষণাত্মক মনোভাব ভারতের নেই। এটি চিনা নেতৃত্বকে অবাক করে দেয়।

এদিকে, উত্তর সিকিমে, ৯ মে ভারতীয় ও চিনা সৈন্যদের মধ্যে হাতাহাতি হয়, যাতে বেশ কয়েকজন চিনা সেনা আহত হয়।আসলে, ডোকলাম বিরোধের সময় চিনকে তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা কতটা তা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। তখন আমাদের সাহসী সৈন্যরা তাদের ভাগিয়ে দিয়েছিল।চিন কখনও এ জাতীয় আক্রমণাত্মক ভারত প্রত্যাশা করেনি।তাই ডোকলামে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে চিন। তাদের বুঝতে হবে যে এবারের ফলাফল ডোকলাম মত বা তার থেকেও খারাপ হতে পারে। ভারত সরকার এও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সীমান্তে ভারতীয় সেনারা যা করছে তা তাদের এলাকার মধ্যেই করছে। কারও আপত্তি করার কোনও অধিকার নেই।এখন সময় হয়ে গিয়েছে আকসাই চিনে দখলকৃত ৮৬,০০০ কিলোমিটার অঞ্চল চিনের হাত থেকে মুক্ত করা। চিন ও ভারতের মধ্যে একটি দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। এই সীমানা হিমালয় পর্বতমালার সাথে সংযুক্ত, যা একদিকে মায়ানমার এবং অন্যদিকে পাকিস্তান পর্যন্ত প্রসারিত।চিন বারবার এই সীমান্তে দখল করার চেষ্টা করেছে। যাইহোক, আমাদের সাহসী সৈন্যরাও তাকে শক্তভাবে প্রতিরোধ করে গিয়েছে।

যাহোক ভারত ও চীনের মধ্যে সর্বশেষ বিবাদের আলোকে ব্রিকসকে আনা দরকার।এটি পাঁচটি প্রধান উদীয়মান অর্থনীতির একটি গোষ্ঠী।এটিতে ভারত, চিন পাশাপাশি ব্রাজিল, রাশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা রয়েছে। ব্রিকস দেশগুলি বিশ্বের জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ এবং এই পাঁচটি দেশ বিশ্বের জিডিপির ৩০ শতাংশ এবং এই দেশগুলির বিশ্ব বাণিজ্যে ১৭ শতাংশ অংশীদার রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সকল ব্রিকস দেশ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিক্ষা, কৃষি, যোগাযোগ, শ্রম ইত্যাদির পারস্পরিক বিষয়ে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে মনে হয় তাদের প্রতিশ্রুতি কেবল কাগজে রয়েছে। তারা কেবল সম্মেলন পূরণ করে। ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির একটি অযোগ্য সঙ্গী গণ্ডগোল করে, তখন বাকি সমস্ত সদস্য দেশ নীরব হয়ে যায়।রাশিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার উচিত চিনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া। এই দুই সদস্য দেশের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ব্রিকস দেশগুলির সদস্যদের কি এগিয়ে আসা উচিত নয়? তবে আশ্চর্যের বিষয়, এই মুহূর্তে কোনও দেশই চিনকে বোঝানো বা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়নি। তাহলে এমন অকেজো ও নিষ্ক্রিয় গোষ্ঠীতে থেকে কী লাভ? রাজধানী দিল্লির কূটনৈতিক অঞ্চল চাণক্যপুরীতে ব্রিকস গর্ডনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রশ্নটি মনে আসে যে শুধু কি ভারতই ব্রিকসের জন্য একমাত্র দায় বদ্ধ কেন? রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়, আপনি অবশ্যই শতাধিক গোলাপ ফুলের প্রজাতির গন্ধে খুশি হন। তবে এরই মধ্যে অনেক প্রশ্ন আপনার মনে জাগবে।চিনের পাশাপাশি ব্রিকস নিয়েও ভাবনার সময় এসেছে ভারতের।

এদিকে, নেপালের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে আরো সতর্ক হতে হবে ভারতকে।নেপাল এবং ভারতের রোটি বেটির সম্পর্কের ওপরেও রক্তের সাথেও সম্পর্কিত। অগণিত গোর্খা সৈন্যরা ভারতের জন্য আত্মত্যাগ করেছে। দুই দেশের মধ্যে সীমানা বিরোধটি আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা উচিত। কালাপাণি অঞ্চল ছাড়াও আরও একটি অঞ্চল রয়েছে যা দু”দেশের মধ্যে বিতর্কিত - সুস্তা অঞ্চল যা গোরখপুর থেকে কাছে।এই এলাকাটি তত্ত্বাবধান করেন শাশাস্ত্র সীমা বাল (এসএসবি) ।কূটনীতির মাধ্যমে ভারতকে কাজ করতে হবে। নেপালকে চিন বা পাকিস্তানের সঙ্গে রাখার ভুল আমরাও করতে পারি না।তবে কিছু উতাহী বন্ধুবান্ধব বলছেন যে ভারতের নেপালকে উপভোগ করা উচিত।এটি একটি ভুল চিন্তাভাবনা।আমরা যখন বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত বিরোধ সমাধান করতে পারি তখন নেপালের সাথে কেন হয় না। যাই হোক না কেন, ভারতকে নেপালের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হবে। তবে চিন আজকাল নিয়মিত নেপালকে উস্কে দিচ্ছে।এটা আলাদা যে নেপালের মানুষ ভারতকে আন্তরিকভাবে ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে।এই সময়ে, আমাদের চীনকে জব্দ করার কৌশল তৈরি করা উচিত।

(লেখক বরিষ্ঠ সম্পাদক ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সংসদ)

ঈদের দিনে কলকাতা থেকে বিহারে বাড়ির পথে ৩০ জন পরিযায়ী শ্রমিক

কলকাতা, ২৫মে (হি. স.): এ যেন অনেকটা মেয়েকে বড়ো করে তুলে শ্বশুর বাড়ি পাঠানোর মত অবস্থা। আনন্দ হলেও মন ভরে ওঠে বিষাদে। মানিক তলার বাসিন্দা বিকাশ জয়সওয়ালের অবস্থা এখন যেন সেই মেয়ের বাবার মতই। ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে আটকে পড়া বহু পরিযায়ী শ্রমিককে ফিরিয়ে এনেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু ভিন রাজ্যের বাসিন্দারা এই রাজ্যে এসে কাজ করছে এমন পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানোর নজির খুবই কম। এই অবস্থায় ঈদের দিন বিহারে ফিরে গেলেন প্রায় ৩০ জন পরিযায়ী শ্রমিক। আর পুরো কৃতিত্বটাই মানিক তলার বাসিন্দা বিকাশবাবুর।

বিহারের হাজিপুর থেকে পেটের দায়ে কাজে আসতে হয়েছিল কলকাতায়। এদের কারোর বাড়িতে ছয় মাসের বাচ্চা কারো স্ত্রী আবার অন্তঃসত্ত্বা। পরিবারের দায়ভার ঘাড়ে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন তারা বাড়তি কিছু রোজগারের আশায়। কিন্তু এই মারণ ভাইরাসের প্রকোপ এর ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট। একপ্রকার অনিশ্চিত হয়ে পড়ে বাড়ি ফেরার বিষয়টি। এখানে কাজ করতে আসা মানুষগুলোর মুখের দিকে যেমন তাকিয়ে রয়েছে তার বাড়ির লোক গুলো ঠিক তেমন এরাও এখানে কাজ করার রসদ খুঁজে পেতেন বাড়ির লোকের মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু আচমকাই লকডাউন হয়ে যাওয়ায় টাকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছিল না বাড়িতে। এদিকে বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই বাড়ির লোকজনদের সাথে ফলে ক্রমশই অবসাদে এবং একই সঙ্গে কাজ না থাকায় অভাবে জর্জরিত হয়ে পড়ছিলেন বিহার থেকে আসা সেই শ্রমিকরা। এদের কেউ কাজ করেন উত্তর কলকাতার অলিগলি চায়ের দোকানে কেউ বা আবার রাস্তার ধারের অফিসপাড়ার হোটেলে মাজে বাসন।

এই পরিস্থিতিতে মানিক তলার বাসিন্দা বিকাশ জয়সওয়াল ১৮০ জন শ্রমিকের দায়ভার লকডাউন এ প্রথম দিন থেকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন। দুবেলা নিজের সামর্থ্য মত খাইয়েছেন। জয়সওয়াল সমাজ কমিউনিটি কিচেন তৈরি করেছে। তার দৌলতে বাড়ি ফেরার ইচ্ছা প্রকাশও করেন প্রায় ১৮০ জন। কিন্তু সরকারি নিয়ম মেনে বাড়ি যাওয়ার আবেদন বারবার করেও ব্যর্থ হয়েছেন এইস পরিযায়ী শ্রমিকরা। তবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিহার পাঠানো এই লকডাউনের মধ্যে খুব সোজা বিষয় নয় সেটাও বুঝেছিলেন তাঁরা।

এই পরিস্থিতিতে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে যাদের বাড়ি যাওয়ার এই মুহুর্তেই অত্যন্ত প্রয়োজন সেই রকম ৩০ জনকে বেছে নিয়ে বিকাশবাবু শুরু করেন সরকারি নিয়ম মেনে বাড়ি যাবার ব্যবস্থা। যারা চেয়েছিলেন বাড়ি যেতে, তাদের নাম ও লিখে নেওয়া হয়। অনেক চেষ্টা করে হাতে আসে ছাড়পত্র। ধর্মতলায় একটি বাসে ত্রিশ জনকে থার্মাল স্ক্যান করে বাসে তুলে দেন বিকাশ জয়সওয়াল। পবিত্র ঈদের দিনে এহেন উপহার সারা জীবন হয়তো মনে রাখবে বিহার থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকরা। আর এদিকে একরাশ ভারী মন নিয়ে তাদের চোখের জলে বিদায় দিলেন বিকাশ জসওয়াল।

ঝড়ের পাখি ডিরোজিও

গৌতম রায়

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কার্লমাক্স লিখছেন, কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অল্প পরিমাণে শিক্ষা পাওয়া ভারতের দেশীয় অভিবাসীদের ভেতর এমন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে, যাঁরা সরকার পরিচালনায় যোগ্যতা সম্পন্ন। তাঁরা ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত।

এই ধারাতেই উনিশ শতকের নবজাগরণ, যার মূলে রয়েছে হিন্দু কলেজ, ডেভিড ড্রামন্ডের 'ধর্মতলা একাডেমী' ডিরোজিও (১৮০৯, ১৮ই এপ্রিল ১৮৩১, ২৬ শে ডিসেম্বর) এবং তাঁর শিষ্যগণ, যাঁদের ইয়ংবেঙ্গল বলা হয়, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ।

তবে নবজাগরণের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অনুল্লেখিত থেকে গেলেও এক কথা বলতে হয় যে প্রথাগত আধুনিক শিক্ষার সুযোগ সেই ভাবে না পেলেও দানবীর হাজী মুহাম্মদ মহসিন (১৭৩৩-১৮০৯) যেভাবে তাঁর গোটা জীবন ধরে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার চর্চার ভেতর দিয়ে নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন, তার বিচার বিশ্লেষণ করে বলতে হয় যে , তিনি হলেন আধুনিক ভারতের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক মানুষ।

১৮১৪ সালে রামমোহন কলকাতায় আসেন। জ্ঞান বিজ্ঞান চিন্তা এবং দর্শনের ক্ষেত্রে রামমোহন বাংলা তথা ভারতের অতীতের সামাজিক পরিকাঠামোর খোলনলচে বদলে ফেলবার প্রাথমিক কাজ, যেটি হাজি মহঃমহসিন শুরু করেছিলেন, সমসাময়িক কালে সেই টিকে একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডিরোজিও, সেই গোটা পর্যাক্রমের ভিতরে যেন একটি যোগসূত্র রচনা করেছিলেন।

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের উৎসমুখে অন্যতম প্রধান কীর্তিস্তম্ভ রচনা করেছিলেন জিরোজিও। মাত্র ১৭ বছরের এক তরুণ শিক্ষক, যাঁকে আমরা বলতে পারি , নব যুগের প্রবর্তক, যাঁর আমরা অভিহিত করতে পারি বাংলার সক্রেটিস হিসেবে। আধুনিক ভারতের মানব বিপ্লবের তীর্থকেন্দ্র হলো হিন্দু কলেজ। আধুনিকতার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অন্যতম সেরা কীর্তিস্তম্ভ হলেন মানব বিপ্লবের তীর্থকেন্দ্রের অন্যতম প্রধান রচয়িতা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

একটা প্রচন্ড ভূমিকম্প সামাজিক ক্ষেত্রে যে ধরনের অদলবদল ঘটাতে পারে না, তেমনটাই অদলবদল ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছেন বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রে এই ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যেরা,যাঁরা 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত। নয়া বাংলার আধুনিক চিন্তা চেতনার তাঁরা অগ্রদূত।

১৯১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সেখানে ১৮২৬ সালে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন ডিরোজিও। জন্ম পরিচয় ইউরোপীয় হলেও বাংলার এবং বাঙালি সমাজের জন্য ডিরোজিওর অবদানের জন্যে তাঁকে সর্বকালের অন্যতম সেরা বাঙালি হিসেবে অভিহিত করতে পারা যায়।

১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়ের পর মুর্শিদাবাদ থেকে সব কিছু সরতে শুরু করেছে তখন । নতুন সিল্প শহর কলকাতা, নতুন সাংস্কৃতিক চেতনার প্রাণচাঞ্চল্যে তখন সবে মুখর হতে শুরু করেছে। সামন্ততন্ত্রকে খানিকটা পাশ কাটিয়েই নতুন করে গড়ে উঠেছে ধনতন্ত্রে নয়া পরিকাঠামো। শিল্প সভ্যতার এক ধরনের ইমারত, এইরকম একটি সময়ের ভেতরে উচ্চবিত্ত জমিদার, সামন্ততান্ত্রিক পরিবারগুলির ভেতর বিদ্যাচর্চাতে আগ্রহী এবং অত্যন্ত বেশি রকমের ঐশ্বর্যবান তরুণরা তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র।

ডিরোজিওর চিন্তাধারার আধুনিকতায় এই ছাত্রেরা ক্রমশ মুগ্ধ হচ্ছেন তখন। মন মানসিকতার ঔদার্য এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পাশচাত্য সাহিত্য ও মননে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে ডিরোজিওর এই সব ছাত্রেরা,যাঁরা ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত, বাংলার সামাজিক ইতিহাসে তখন ধীরে ধীরে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছেন। এঁদের ভেতরে আছেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাগোপাল ঘোষ, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, যাদব ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, সূচনা ঘটেছিল। সমসাময়িক বাংলায় বা ভারতেই শুধু নয়, পরবর্তীকালে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, আত্মজাগরণ এবং চিত্র জাগরণের যে আলোকমালার জ্যোতি ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজ পেয়েছে, তা প্রথম জ্বলেছিল অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের ভেতর থেকে।

লালবিহারী দে লিখছেন, এই সংগঠনের পক্ষ থেকে তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ কলকাতার সেরা তরুণদের নিয়ে তৎকালীন প্রধান প্রধান সামাজিক নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কার, রক্ষনশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ছিল থাঁদের আলোচনার মূল সুর (বি কালেকশন অফ আলোকজান্ডার ডাফ, লালবিহারী দে, পৃষ্ঠা ২৫) কেবলমাত্র বাঙালি বা ভারতবাসীর কাছে নয়, আধুনিক বিশ্লেষ প্রতিটি যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষের কাছেই ডিরোজিও হলেন একটি প্রতীকী চেতনা। বাংলার নবজাগরণে, বিশেষ করে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক শিক্ষা, দেশপ্রেম, আধুনিকতার চর্চা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আর উদার মানসিকতার উৎস স্থল হিসেবে, আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতোই হল ডিরোজিওর অবস্থান।

ডিরোজিওর আগে বাঙালির মনন এবং দর্শনে অন্য কোন সংগঠন বা ব্যক্তি এভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছে কি না, তা তর্কসাপেক্ষ বাংলা তথা ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের প্রথাবন্ধ প্রাচীন চিন্তাভাবনার ভিতে যে আলোড়ড় তুলেছিলেন ডিরোজিও, সেই বিরোধিতা এবং বিদ্রোহী মনন, তা যেন ছিল, প্রকৃতপক্ষে ভূমিকম্পের মতো একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

ডিরোজিও এবং ডিরোজিয়ানরা আধুনিক মননশীলতার কাছে জীবন জিজ্ঞাসা এবং আত্মবিজ্ঞাসাকে তীব্রতর করে তোলার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। আধুনিক বিশ্ব জগত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে আমাদের মন, মানসলোক এবং চিন্তা চেতনার পরিব্যপ্তিতে একটি সুসংবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞানসম্মত চেতনার মিলনের ক্ষেত্রে ডিরোজিও এবং তার শিষ্যরা হলেন কার্যত ধ্রুবতারা।

ডিরোজিও যেন এক বন্দি প্রমিথিউসকে প্রমুথ করেছিলেন। হাজার বছরের অন্দকারে আবদ্ধ দরজা খুলে দিয়েচিলেন। আলোর মিছিলে তিনি যেন আমাদের এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। উপহার দিয়েছিলেন এক উজ্জ্বল আকাশ। শত শত বছরের ধর্মীয় গোঁড়ামির বৃত্ত ভেঙে, অনাচার, অন্ধবিশ্বাস, অন্ধবিচার কুসংস্কারের অচলায়তনকে খানখান করে দিয়ে, সতীদাহ, বাল্যবিবাহর, বহুবিবাহ, গৌরিদান, নরবলি, অন্তর্জলী যাত্রার অন্তর্জল কেটে, ডিরোজিয়ানরা, প্রমিথিউসের সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞানপিপাসা, যুক্তি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাদেশের প্রতি অনুরাগ উদার মানসিকতা, সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিক চেনার ভেতর দিয়ে এক বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের প্রেক্ষিতেই নয়, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার আঙ্গিকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের নতুন করে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্রে ডিরোজিও যে আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনটা কিন্তু কোন বারতীয় সুস্পষ্ট ভঙ্গিতে, তার আগে করেননি। ইংরেজ যে বিদেশি শাসক, আর ভারতবর্ষ একটি পরাধীন দেশ, ডিরোজিও এটি নিজে উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধির চেতনাকে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আগ্রত করেছিলেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সামন্ততান্ত্রিক খোলসকে ভেঙে চুরমার করে, পরাধীনতার আর ঔপনিবেশকি শাসন এবং শোষণ থেকে নিজেদেরকে বের করে এনে নতুন এক ধরনের স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, দেশের জনগণ, ভারতবর্ষের বুকে মাথা তুলবে, এই স্বপ্নের জাল বিস্তার ডিরোজিওর ভূমিকা ঐতিহ্যসিক।

ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতার এই সুসংবদ্ধ চিন্তা প্রথম করেছিলেন ডিরোজিও এবং তার শিষ্যগণ। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন নিতান্ত উপর যারা বিচার করেন, তারাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, শুধুমাত্র সামরিক শক্তির জোরেই ভারতকে পরাধীন রাখা সম্ভব হয়েছে সৈন্য সরিয়ে নাও। অমনি দেখবে ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরাগ বদলে যাচ্ছে (শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯)

রামমোহন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের এশিয়াটিক সোসাইটি তেকে প্রকাশিত " On Raja Rammohan Roy"-তে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

সিরাজদৌলার উদ্দেশ্যে ইংরেজের আরেপিত, 'অন্ধকূপ হত্যা'র রোমহর্ষক বিবরণের বই অনুবাদন করেন বিদ্যাসাগর। আর ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময়কালে মুসলমান সমাজের জন্য সেই মুহূর্তে ঢাকা শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

এই ধরনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং বিপরীতমুখী প্রবণতা ডিরোজিওর চরিত্রে একটিবারের জন্যে ও দেখেতে পাওয়া যায় না। দেশপ্রেম, দেশের মানুষের জন্য, দেশীয় আঙ্গিকে আধুনিক শিক্ষার দাবি, মাতৃভূমির উন্নতির দাবি, মাতৃভাষার উন্নতি দাবি---এগুলির পক্ষে সচেতনতা তৈরীর জন্য উনিশ শতকের নবজাগরণের কালে, কোনরকমের পারস্পরিক দ্বৈততা ছাড়াই সর্বপ্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন ডিরোজিও।

এই দাবিগুলি কিন্তু ডিরোজিয়ানদের ভেতরে প্রথম জাগ্রত হয়। সেই দাবিগুলি ডিরোজিও তাঁর শিষ্যাদের মধ্যে প্রসারিত করেছিলেন। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক ইংরেজবিরোধী, জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রেও ডিরোজিওর দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার সঞ্চারণ আমাদের কেবল নবজাগরণের ইতিহাসচর্চার প্রেক্ষিতেই নয়, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার আঙ্গিকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দেশের নতুন করে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্রে ডিরোজিও যে আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনটা কিন্তু কোন ভারতীয়, সুস্পষ্ট ভঙ্গিতে, তার আগে করেননি। ইংরেজ যে বিদেশি শাসক, আর ভারতবর্ষ একটি পরাধীন দেশ, ডিরোজিও একটি নিজে উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধির চেতনাকে তাঁর শিষ্যাদের মধ্যে জাগ্রত করেছিলেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ও অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সামন্ততন্ত্রিক খোলসকে ভেঙে চুরমার করে, পরাধীনতা আর ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষণ থেকে নিজেদেরকে বের করে এনে, নতুন এক ধরনে স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, দেশের জনগণ, ভারতবর্ষের বুকে মাথা তুলবে, এই স্বপ্নের জাল বিস্তার ডিরোজিওর ভূমিকা ঐতিহাসিক।

ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতার এই সংসদ্ধ চিন্তা প্রতম করেছিলেন ডিরোজিও এবং তার শিষ্যগণ। শিবনাথ শাস্ত্রীক লিখছেন নিতান্ত উপর যারা বিচার করেন, তারও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, শুধুমাত্র সামরিক শক্তির জোরেই ভারতকে পরাধীন রাখা সম্ভব হয়েছে। সৈন্য সরিয়ে নাও। অমনি দেখবে ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরাগ বদলে যাচ্ছে (শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯)।

'গরিব ভারতবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ কেন কেটে নেওয়া হবে? তারা নিরন্ন, অর্ধ উলঙ্গ থাকবে, আর বিদেশের শাসন-শোষণের বিজাতয় লোকেদের মাহাত্মা কীর্থনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করা হবে কেন? ডিরোজিওর মত এই প্রকাশা উক্তি করবার সাহস নবজাগরণের যুগে খুব কম মানুষের ছিল (আর্যদর্শন, ২ য় সংখ্যা,

ডিরোজিওর প্রভাব তাঁর শিষ্যমণ্ডলের উপর কতখানি গভীর ছায়া বিস্তার করেছিল, তা বুঝতে পারা যায়, সেই সময়কালে, 'শতবর্ষ পরে তোমার কল্পনার ভারতবর্ষে, শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা থেকে।

এই প্রতিযোগিতায় ডিরোজিওর শিষ্য তথা হিন্দু কলেজের ছাত্র কৈলাশ চন্দ্র দত্ত, তখন তিনি মাত্র ১৬ বছরের এক বালক, অংশগ্রহণ করেন। ১৮৪৫ সালে, ৪৮ ঘণ্টার রোজনামতা নামক একটি প্রবন্ধ লিখে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটিতে কৈলাশ চন্দ্র লিখেছেন, আজকের যুগে (অর্থাৎ বিশ, শতকের চারের দশকের যে কল্পিত ভাবনার কথা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ছিল), সশস্ত্র সংগ্রামের ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদের বর্বরতা এবং লোমহর্ষক অত্যাচারের কথা। এই জর্জরিত উৎপীড়িত হয়ে ভারতবর্ষের মানুষেরা এক সশস্ত্র গণসংগ্রাম করেছেন। আর সেই গণসংগ্রামের ভেতর দিয়েই তারা বড়লাট লর্ড কেলা বচারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ ভক্তদের নিয়ে, একটি বিপ্লবী জাতীয় সরকার তৈরি।

এই কার্যক্রম বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একদম শেষ লগ্নে এসে কৈলাসচন্দ্র লিখছেন কিভাবে বিদ্রোহ ব্যর্থ হলো। কেন ব্যর্থ হলো। আর তরুণ বিদ্রোহী বাঙালি নেতার মৃত্যুদণ্ড কিভাবে সমকালীন সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করল। এইসবের এক অসামান্য বিবরণী কল্পিত সেই ঘটনাক্রমের শেষপর্বে দণ্ডিত বাঙালি নেতা, ফাঁসির মঞ্চে উঠে দেশমাতৃকার জন্য স্বাধীনতার জন্য, জনগণের মুক্তির জন্য, প্রাণ দেওয়ার চেয়ে মহৎ কাজ কিছু হতে পারে না---এই যে আপ্তবাক্য, পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, এই লেখার মধ্যে থেকে যেন বাজ্ময় হয়ে উঠেছিল।

ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোযম সম্বন্ধে

ছয়ের পাতায়

সোমবার ডিওয়াইএফ'র উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে তরকারি বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যে ফেরার অনুমতি দেয়নি অসম সরকার দোটানায় আটকে ১৮ জন পরিযায়ী শ্রমিক

দুবরাজপুর, ২৫ মে (হি. স.) : অসমের বাসিন্দা ১৮ জন শ্রমিক কাজ করতেন সুদুর মধ্য প্রদেশে। ওই পরিযায়ী শ্রমিকের দল গত ১৫ আগে মধ্যপ্রদেশ থেকে কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো লরিতে চেপে আসাম যাওয়ার উদ্দেশ্য রওনা দেয়। পথে তাদের আটকায় দুবরাজপুর থানার পুলিশ। পরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর দুবরাজপুরের হেতমপুর রিলিফ সেন্টারে রাখা হয়। ১৮ জনই সুস্থ রয়েছেন। কিন্তু বাড়ি যাওয়ার বাঁধ সেধেছে আসাম সরকারের উদাসীনতা।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূম জেলা প্রশাসন রাজ্য সরকার মারফৎ আসাম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছে, কিন্তু কোনো সদুত্তর এখনও পর্যন্ত আসেনি। ফলে আপাতত দোটানায় পরে বাড়ি ফিরতে পারছেন না আসামের ওই ১৮ জন পরিযায়ী শ্রমিক, আটকে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গেই।

জানা গিয়েছে, বর্তমান লকডাউনে তারা কাজ হারিয়ে মধ্যপ্রদেশ থেকে কখনো পায়ে হেঁটে আবার কখনো লরিতে করে আসামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বীরভূমের দুবরাজপুর থানার পুলিশ ১৮ জনকে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে হাঁটতে দেখে তাদেরকে আটক করে ও রিলিফ সেন্টারে নিয়ে আসে। কারোর মধ্যে কোনোরকম উপসর্গ বা কিছু নেই। এমনকি বারবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর চিকিৎসকরাও জানিয়েছেন তারা ভালো আছেন। তারপরেও কেন এভাবে আসাম সরকার ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে নিতে উৎসাহ দেখাচ্ছে না।

দুবরাজপুরে বিডিও অনিরুদ্ধ রায় জানান, "জেলা প্রশাসন ও পশ্চিমবঙ্গের সরকারের মাধ্যমে আসাম সরকারের সঙ্গে বারবার আলোচনা করা হলেও কোনো রকম ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় তাদেরকে পাঠাতে পারছি না। আসাম সরকারের থেকে সাড়া পেলেই ১৮ জন পরিযায়ী শ্রমিককে পৌঁছে দেওয়া হবে তাদের বাড়িতে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাস, টিফিন, রুট সবই ঠিক করা আছে। সাড়া পেলেই তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া হবে। আমরা আমাদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টা দেখছি। কারণ পথে যেতে যেতে কত রকম বিপদ ঘটছে, সেটা যাতে না ঘটে সে জন্যই অপেক্ষা করছি আসাম সরকারের অনুমতির জন্য। অনুমতি পেলেই তাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে।"

অন্যদিকে দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে বি.এম.ও.এইচ. ডাক্তার গৌরব বাইন জানান, "১৮ জনই সুস্থ আছেন ও ভালো আছেন। প্রত্যেক দিনই তাদের শারীরিক পরীক্ষা করা হয় এবং তারা যাতে মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ে সেজন্য কাউন্সিলিং করা হচ্ছে।"আটকে থাকা ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা জানান, "গত তিনমাস আগে আমরা মধ্যপ্রদেশে গিয়েছিলাম কাজ করতে।

তারপর লকডাউন হওয়ায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যে কারণে আমরা বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নি। ফেরার পথে দুবরাজপুর থানার পুলিশ আমাদের আটকে রিলিফ সেন্টারে নিয়ে আসে। সেখানে সমস্ত কিছু বন্দোবস্ত ভালোমতো থাকলেও আমরা আমাদের বাড়ি ফিরে যেতে চাই। সেজন্য আমরা আমাদের আসাম সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।"

সিবিএসই-র মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের অবশিষ্ট পরীক্ষা তিন হাজারের পরিবর্তে ১৫ হাজার কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে: নিশাঙ্ক

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি. স.) : কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের(সিবিএসই) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক-র অবশিষ্ট পরীক্ষায় করোনা মহামারী-র জন্য পারস্পরিক দূরত্বের বিষয়টি কঠোরভাবে পালনের লক্ষ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা পাঁচ গুণ বাড়িয়ে ১৫ হাজার করা হয়েছে। আগে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার।

সোমবার কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক বলেন, সিবিএসই পরীক্ষার্থীদের নিজ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। আগে মাত্র তিন হাজার পরীক্ষা কেন্দ্র চিহ্নিত করা হলেও এখন প্রায় ১৫ হাজার কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে।

তাঁর কথায়, করোনা-র ক্রমবর্ধমান বিপদকে সামনে রেখে বোর্ড পরীক্ষায় পারস্পরিক দূরত্ব অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। এজন্য বোর্ড পরীক্ষায় কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বোর্ড জানিয়েছিল, আগে যেখানে একটি কক্ষে ৬০ জন পরীক্ষার্থীকে বসানো হয়েছে, সেখানে এখন সর্বোচ্চ ২৪ জন বসবে।

প্রসঙ্গত, সিবিএসই মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের অবশিষ্ট পরীক্ষা ১ থেকে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। উত্তর পূর্ব দিল্লির পরীক্ষার্থীদেরই কেবলমাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে হবে। মাধ্যমিকে (উত্তর পূর্ব দিল্লি) মোট ৬টি বিষয় এবং উচ্চমাধ্যমিকে (উত্তর পূর্ব দিল্লি) ১১টি বিষয় ও ১২টি বিষয় (সমগ্র ভারত) সহ মোট ২৯ টি প্রধান বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

ট্যাক্সি চালকদের দুর্দশার কথা শুনলেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি. স.): চতুর্থ দফার লকডাউন গোটা দেশজুড়ে চলছে। এমন পরিস্থিতিতে ফের রাস্তায় নামলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। ট্যাক্সি এবং ক্যাব চালকদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষন আলাপচারিতা করলেন তিনি।আলাপচারিতায় ট্যাক্সি চালকদের সমস্যার কথা।তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনেছেন রাহুল গান্ধী।

লকডাউন এর জেরে তাদের দুর্দশার কথা জানতে চান ওয়ানাডের এই সাংসদ।এক টেক্সি চালক রাহুল গান্ধীকে জানিয়েছেন লকডাউন এর আগের পরিস্থিতিতে আয় ভালোই হতো।কিন্তু এখন আর সেভাবে আর হচ্ছে না।পথে ঘাটে যাত্রী কম মিলছে। লকডাউন শিথিলতার যে শর্ত দেওয়া হয়েছে তাতে ট্যাক্সিতে দুইজনের বেশি বসতে পারবে না। তার ফলে যাত্রীরা মনে করছে যে তারা বেশি ভাড়া দিচ্ছে। ফলে নতুন যাত্রী মিলছে না। দিনে মাত্র একটি কি দু '' টি ট্রিপ হচ্ছে। ফলে গাড়ির ইএমআই এবং সংসার চালাতে অসুবিধা হচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে দিল্লির রাস্তায় নেমে পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছিলেন রাহুল গান্ধী।তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তিনি শুনেছিলেন সেবার।

দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনিতে করোনার থাবা, আক্রান্ত ১৬৪ জন শ্রমিক

জোহানেসবার্গ, ২৫ মে (হি. স.) : এবার করোনার থাবা দক্ষিণ আফ্রিকার গভীরতম সোনার খনিতে। রাজধানী জোহানেসবার্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে এক সোনার খনিতে হানা দিয়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। মারণব্যধিতে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬৪ জন খনি শ্রমিক। চরম আতঙ্কে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে খনির কাজ। ফলে বিপাকে পড়েছেন খনি কর্তৃপক্ষ।

চিনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস থেকে রেহাই পেতে গত মার্চ মাস থেকেই দেশে লকডাউনের পথে হেঁটেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার। কিন্তু তাতে মারণ ভাইরাসের বেলাগাম সংক্রমণ খুব একটা প্রতিরোধ করা যায় নি। রবিবার পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছেন ২১ হাজার ৩৪৩ জন। প্রাণ হারিয়েছেন ৪০৭ জন। চলতি মাসে অবশ্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতে লকডাউন কিছুটা শিথিল হয়েছিল। ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে চালু হয়েছিল জোহানেসবার্গ শহর থেকে ৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এমপোনেং সোনার খনি। মাটি থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার গভীর খনিতে পেটের দায়ে কাজও শুরু করেছিলেন শ্রমিকরা। কিন্তু তার পরেই বিপত্তি। শরীরে মারণ ভাইরাসের কোনও উপসর্গ না থাকলেও অস্বস্তি বোধ করছিলেন শ্রমিকরা। শেষ পর্যন্ত ঝুঁকি না নিয়ে ৬৫০ জন শ্রমিকের করোনার নমুনা পরীক্ষার বন্দোবস্ত করেছিলেন খনি কর্তৃপক্ষ। আর তাতেই ১৬৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়।

সামাজিক দূরত্বের তোয়াক্কা না করে, ব্যাট হাতে মাঠে বিজেপি নেতা

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি. স.): সামাজিক দূরত্বের তোয়াক্কা না করেই চুটিয়ে ক্রিকেট খেললেন বিজেপির দিল্লির রাজ্য সভাপতি মনোজ তিওয়ারি। হরিয়ানা সোনিপথ জেলার শেখপুরা একটি ক্রিকেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন মনোজ তিওয়ারি।সেখানে ম্যাচ চলাকালীন নিজেকে সামলে না রাখতে পেরে মাঠে খেলতে নেমে পড়েন মনোজ। উপস্থিত জনতা নিজেদের মোবাইল ক্যামেরায় তার ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেয়। করোনা প্রতিরোধে দেশজুড়ে বলবৎ হওয়া সামাজিক দূরত্ব তোয়াক্কা না করার জন্য নেটিজেনদের ট্রোলের মুখে পড়তে হয় একসময়ের এই ভোজপুরি অভিনেতাকে।

ক্রিকেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধিকর্তার আমন্ত্রণে তিনি শেখপুরা এসেছিলেন। সেখানে খেলা চলাকালীন মাঠে নেমে ব্যাট করতে শুরু করে দেন মনোজ তিওয়ারি। ৯ টি চার এবং ২ টি ছক্কা সহযোগে ৬৭ রান তোলেন তিনি। প্রশ্ন উঠছে লকডাউন চলাকালীন কি করে ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হল। উত্তরে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে চতুর্থ দফার লকডাউনে স্টেডিয়াম খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানে যে ম্যাচ হচ্ছে এমন কোন তথ্য বা খবর প্রশাসনের কাছে ছিল না।

উল্লেখ করা যেতে পারে, চতুর্থ দফার লকডাউন এই হরিয়ানা সমস্ত স্টেডিয়ামকে খোলার নির্দেশ প্রশাসনের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব মেনে ক্রীড়াবিদরা নিজেদের অনুশীলন করবেন। এখানেও যাবতীয় নির্দেশিকা রয়েছে।১৮ জনের বেশি খেলোয়াড় স্টেডিয়ামে ঢুকতে পারবেন না।এদের সঙ্গে থাকবেন মাত্র দুইজন প্রশিক্ষক।

লাগাতার বৃষ্টি, অসমের গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের নীচে

গোয়ালপাড়া (অসম), ২৫ মে (হি.স.) : গত তিনদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাইয়ের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির জলে থই থই এলাকার নদী নালা, খাল বিল, চাষের খেত সমস্ত কিছু।

অসমের পাশাপাশি প্রতিবেশী মেঘালয়ের গারোপাহাড়েও গত তিনদিন ধরে মাঝারি ও ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ফলে গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাই, দুধনৈ, জিনারি, দেওশিলা ইত্যাদি নদী উপনদীগুলোর জল বইছে জেলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল ও কৃষিজমির ওপর দিয়ে। অন্যদিকে জেলার আগিয়া-লক্ষ্মীপুর মূল সড়ক গারোপাহাড়ের জলের স্রোতে ভেঙে গেছে। কৃষ্ণাইয়ের পাখিরিগুড়ি, বেকিপুল, তেপাকোণা, মোলানডুবি, খেরমোহরা, জ্যোতিনগর সমেত বেশ কিছু এলাকার বহু পরিবারের ঘর দুয়ার বন্যার জলে ডুবে গেছে।

এদিকে নিরন্তর বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষ্ণাইয়ের ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে পর্যন্ত জল উঠে গেছে। জলের স্রোতে কৃষ্ণাইয়ে হাওরাঘাট বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ঘরবাড়ি সমেত চাষের ক্ষেত সমস্ত কিছু জলের তলায়। একদিকে করোনাজনিত আতঙ্ক, তার ওপর লকডাউন, এর ওপর নতুন আপদ বন্যার ফলে গবাদি পশু নিয়ে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষ।

জম্মু-কাশ্মীরে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২২, সংক্রমিত লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উপদেষ্টার ছেলে ও স্ত্রী

শ্রীনগর, ২৫ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন একজন আইনজীবী। ওই আইনজীবীর মৃত্যুর পর জম্মু ও কাশ্মীরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২২ জনের। মেডিকেল সুপার চিকিৎসক রবীন্দর রতনপাল জানিয়েছেন, ত্রিকূটা নগরের বাসিন্দা ৬৩ বছর বয়সী একজন আইনজীবী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

অন্যদিকে, কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উপদেষ্টার ছেলে ও স্ত্রী। জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়েসি জেলার একটি হাসপাতালে আইসোলেশনে রয়েছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উপদেষ্টার ছেলে ও স্ত্রী। ওই হাসপাতালেই স্বেচ্ছা কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উপদেষ্টা।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৫।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার ফোন করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর উপলে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বলেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করেন এবং তাকে ও বাংলাদেশের জনগণকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানান।' টেলিফোনে পাঁচ মিনিটের কথোপকথনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও নরেন্দ্র মোদি ও ভারতের জনগণকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।দুই প্রধানমন্ত্রী পরস্পরের দেশের অব্যাহত শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করেন।

কোকরাঝাড়ে ঈদের নামাজে হাগ্রামা, বিশ্বকে করোনা-মুক্ত করতে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা

কোকরাঝাড় (অসম), ২৫ মে (হি.স.) : ত্যাগ, করুণা, মানবপ্রেম, শান্তি, সমন্বয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধের কামনায় নিম্ন অসমের বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর সদর কোকরাঝাড়ে বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর প্রাক্তন প্রধান হাগ্রামা মহিলারি পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। কোকরাঝাড়ে ঈদের নামাজ আদায়ে অংশগ্রহণ করে তিনি বিশ্বকে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত করতে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। অতিমারি কোভিড-১৯-এর আতঙ্ক এবং চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউনের মধ্যেই কোকরাঝাড় সদর টাউনের জামে মসজিদে গিয়ে আজ নামাজ আদায় করেছেন হাগ্রামা মহিলারি। মুখে মাস্ক পরে পাঁচ জনের সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এদিন তিনি বিটিসি-র সব জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ যাতে মিলেমিশে থাকতে পারে তার জন্য আল্লাহের কাছে প্রার্থনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে এদিন নমাজ আদায় করেছেন বিপিএফ-এর কার্যনির্বাহী সদস্য দনেশ্বর গয়ারিও।

নামাজ আদায়ের পর উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রাক্তন বিটিসি-প্রধান হাগ্রামা বলেন, স্বাস্থ্য দফতরের যাবতীয় বিধি মেনে কোকরাঝাড় জেলায় আজ ঈদ-উল-ফিতরের উৎসব পালিত হচ্ছে। কোথাও ভিড়ভাট্টা নেই। তিনিও মসজিদে সম্পূর্ণ করোনা প্রটোকল মেনে নামাজ আদায় করেছেন। প্রতি বছরই ঈদের নামাজ তিনি আদায় করে ত্যাগ, করুণা, মানবপ্রেম, শান্তি, সমন্বয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় থাকার প্রার্থনা জানান।

ঈদের সকালেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মনুষ্যত্বের পক্ষ থেকে দুস্থ মুসলমান পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন জামাকাপড়

দুবরাজপুর, ২৫ মে (হি. স.) : বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের দুবরাজপুর পুর এলাকার দুস্থ মুসলমান পরিবারের বাড়িতে পৌঁছে গেল মনুষত্ব নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা। এমন বহু মুসলিম দিনমজুর পরিবার রয়েছে যারা লক ডাউনের জেরে আজ চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাই দুবরাজপুরের বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরে দুস্থ পরিবারদের আগেই চিহ্নিত করে মনুষত্ব নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

ঈদের আগের দিন রাত থেকেই তারা শুরু করে মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে ওই সব পরিবারের মধ্যে নতুন জামা কাপড়ের দিতে। সোমবার ঈদের দিন সকালেও দুবরাজপুর পৌরসভার ইসলামপুর পাওয়া হাউস পাড়া এলাকার দুস্থ মুসলিম পরিবারের বাড়ি গিয়ে তারা পৌঁছে দিল নতুন জামাকাপড় সাবান এবং স্যানিটাইজার। ওইসব দুস্থ মানুষগুলি সাতসকালে ঈদের দিন বাড়িতেই নতুন জামা-কাপড় পেয়ে মুখে হাসি। কাজ নেই বহু গরীব দুস্থ পরিবারের যাদের সিংহভাগই রাজমিস্ত্রি জোগাড়ে, মাঠের দিনমজুরের কাজ করেন। গত দুমাস ধরে লকডাউনে ফলে তাদের কাজ নেই। এই অবস্থায় তারা ঈদের জন্য নতুন জামা-কাপড় কিনতে পারেনি। ফলে তারা চরম দুঃখের মধ্যে ছিল এই অবস্থায় মনুষ্যত্ব সংস্থার উদ্যোগে তাদের মুখে হাসি ফুটেছে।

বাংলাদেশে ঈদের দিনেও করোনায় রেকর্ড আক্রান্ত, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫০১

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৫।।পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনেও দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ২১ জন করোনাভাইরাসে মারা গেছেন বলে সোমবার জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এছাড়া নতুন করে আরও ১৯৭৫ জনের শরীরে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) (বর্তমানে মহাপরিচালকের দায়িত্বে) ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।তিনি জানান, প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫০১ জনে দাঁড়াল। এছাড়া আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ৫৮৫ জনে।তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১১ হাজার ৫৪১টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৯ হাজার ৪৫১টি নমুনা পরীা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীা করা হয়েছে ২ লাখ ৫৩ হাজার ৩৪টি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৪৩৩ জন করোনা থেকে সুস্থ হওয়ায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৬৭ হাজার ৩৩৪ জন।

রেলমন্ত্রীর ট্যুইটের পর সুর নরম মহারাষ্ট্র সরকারের

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি. স.): রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের ট্যুইটের সুর নরম করলো মহারাষ্ট্র সরকার। এনসিপির বর্ষীয়ান নেতা প্রফুল্ল প্যাটেল জানিয়েছেন, করোনার সংকটকালে রেল মন্ত্রক ভালো কাজ করে চলেছে। এই সময় একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলাটা উচিত নয়। দেশের সর্বত্র সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে দাঁড়িয়ে সকলে ভালো কাজ করে চলেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, রবিবার রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে জানিয়েছিলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি পাঠানোর জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজ্য। কিন্তু রেলের তরফে পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে না। এর পরেই রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ট্যুইটে লেখেন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের তালিকা চাওয়া হয়েছিল। সেই তালিকা এখনও হাতে পায়নি রেল।তা পেলেই ১২৫ বাড়তি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে।

রেল ভবনে করোনা হানা আক্রান্ত এক রেল কর্মী

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি. স.): রেলভবনের এক কর্মী শরীরে করোনা সংক্রমণ মেলায় রেলমন্ত্রকের সমস্ত কার্যালয় আগামী দুই দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার করোনা আতঙ্কে রেল ভবন বন্ধ করে দিতে হল।

এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর শরীরে করোনা মেলে। ওই কর্মী গত মঙ্গলবার পর্যন্ত রেল ভবনে কাজ করে গিয়েছে। তার সংস্পর্শে আসা ব্যাক্তিদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। আগামী দুই দিন অর্থাৎ ২৬ এবং ২৭ মে রেল ভবনের শোধন বা সেনিটাইজেশনের কাজ চলবে। এর জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে রেল ভবনের কর্তাদের মধ্যে।

রাজস্থানে একদিনে করোনায় আক্রান্ত ৭৩ জন

জয়পুর, ২৫ মে (হি. স.): রাজস্থানে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৭৩ ফলে সব মিলিয়ে মরু রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭১৭৩। কংগ্রেস শাসিত এই রাজ্যে মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৬৩ জনের।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গোটা দেশের সঙ্গে রাজস্থান ও চতুর্থ দফার লকডাউন চলছে। এমন পরিস্থিতিতে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় চিন্তার ভাঁজ বেড়েছে প্রশাসনিক আমলাদের কপালে। অন্যদিকে, গোটা ভারতে একদিনে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৯৭৭। ফলে সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৮৮৪৫। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৫৭৭২১।গোটা দেশে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৭৭১০৩।

সোমবার আগরতলায় ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিঠি প্রদান করে কেন্দ্রীয় ডাকঘরে। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আলুর ভালো মন্দ যাচাই

আলু খেয়ে ভাতের ওপর চাপ কমাতে চাইলে বরং জেনে নিন ভালো আলু চেনার উপায়।

আগে যা করতে হয়নি এখন এই গৃহবন্দি জীবনে হয়ত অনেক কিছুই করতে হচ্ছে।

বাজার করা, সবজি সংরক্ষণ বা রান্না করার মতো বিষয়গুলো যাদের ক্ষেত্রে নতুন তারা-সহ সবাকেই জানানোর জন্য আলু-বিষয়ক সাধারণ কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হল।

আর তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কৃষি ও পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে।

হয়ত অনেকেই ভাববেন এত সবজি থাকতে আলু কেন?

কারণ আলু এমনই এক সবজি যা যেকোনভাবেই খাওয়া যায়। সহজে রান্না করা যায়। আর সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে টেকেও অনেকদিন।

আলু খারাপ কিনা তা বোঝার উপায়

আলুতে কোনো রকম ছত্রাক দেখা দিলে তা কোনোভাবেই খাওয়া ঠিক নয়। কারণ ছত্রাকের অংশ কেটে ফেললেও এর ভেতরে ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ে।

যদি আলু কিছুটা নরম হয় বা অঙ্কুরিত থাকে তাহলে কী করবেন? মনে রাখতে হবে যতক্ষণ আলু দেখতে টানটান লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা রান্না করা যাবে। আলুর ৮০ শতাংশ পানি। তাই নরম হওয়ার মানে হল আলুর ভেতর পানি শুকাচ্ছে। তবে খুব বেশি নরম বা সংকুচিত হলে তা না খাওয়াই ভালো।

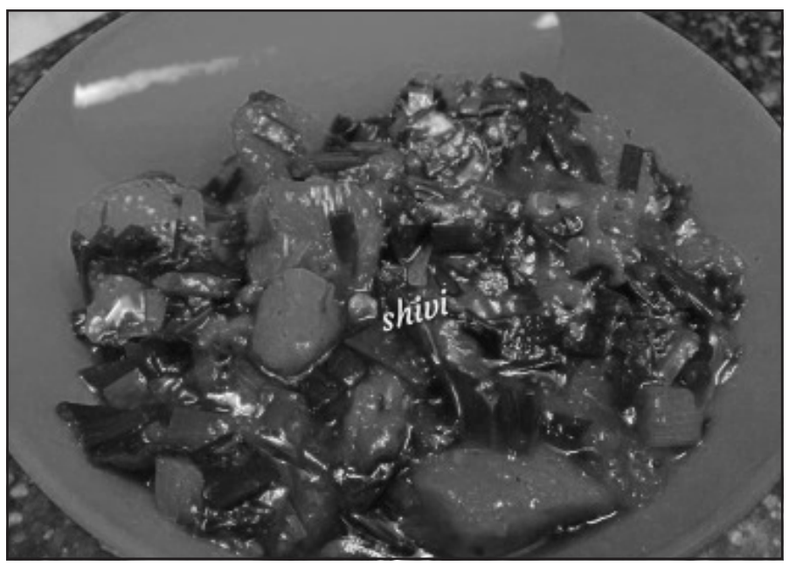

সবুজাভ রং হলে

আলুর রং সবুজ হয়ে আসলে তা খাওয়া ঠিক নয়।

'ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'র তথ্যানুসারে অনুসারে, আলুর ওপরে সবুজভাব দেখা দেওয়া মানে হল এতে বিষাক্ত যৌগ সোলেনিন রয়েছে। যা মাথা ব্যথা, বমি-বমিভাব এবং স্নায়ুবিক নানান সমস্যার কারণ হতে পারে।

ইউএসডি আরও জানায়, সবুজভাব যদি কেবল আলুর ত্বকে দেখা দেয় তবে তা ফেলে দিয়ে আলু খাওয়া যাবে। কিন্তু আলুর ভেতরের অংশে যদি সবুজভাব প্রবেশ করে তবে তা না খাওয়া উচিত। কারণ এই অংশ তিতা স্বাদযুক্ত।

সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে আলু কয়েক সপ্তাহ এমনকি এক মাসও ভালো থাকে।

- কেনার সময় দাগ মুক্ত, কাটা বা ছোপ নেই এমন আলু বেছে নিন।
- কেনার পরে আলু প্লাস্টিকের ব্যাগে না রেখে বাতাস চলাচল করে এমন প্যাকেটে রাখুন।
- রান্নার প্রয়োজন ছাড়া আলু ধোয়া যাবে না। আলুর খোসার ওপর জমে থাকা ময়লা একে অকালে পচে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং আর্দ্র অবস্থায় আলু সংরক্ষণ করা হলে তা ছত্রাকের সৃষ্টি করতে পারে।
- আলু ঠাণ্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন, ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় নয়। ৪৫-৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইট তাপমাত্রা আলু সংরক্ষণের জন্য উপযোগী। খুব বেশি শীতল স্থানে (রেফ্রিজারেটরে) রাখালে তা আলুর স্বাদ ও গঠনে পরিবর্তন আনে। ৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইটের ওপরে আলু সংরক্ষণ করা হলে তা আলুর পানিশূণ্যতার সৃষ্টি করে।
- অতিরিক্ত সূর্যালোকের কারণে আলু সবুজ হয়ে যেতে পারে। তাই একে সূর্যালোক থেকে খনিকটা দূরে অন্ধকার স্থানে রাখা উচিত।
- আলু ও পেঁয়াজ কখনই এক সঙ্গে রাখবেন না। কারণ পেঁয়াজ এক ধরনের গ্যাস নিঃসরণ করে যা আলুর দ্রুত পচনের জন্য দায়ী।

পেঁয়াজ সংরক্ষণের উপায়

দাম দিয়ে কেনা পেঁয়াজ যেন বহুদিন টেকে সেজন্য রাখতে হবে শুষ্ক পরিবেশে।

আস্ত পেঁয়াজ আর খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ সংরক্ষণ পদ্ধতি আলাদা।

খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

শুষ্ক রাখতে হবে: পেঁয়াজ সংরক্ষণের প্রথম শর্ত হল এটা শুষ্ক ও পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখতে চাইলে আলো বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় রাখা উচিত। এতে পেঁয়াজ অনেকদিন সজীব এবং ভালো থাকবে।

ঝুড়িতে রাখা: প্লাস্টিকের ব্যাগ বা রেফ্রিজারেইটরে রাখার চেয়ে ঝুড়িতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা ভালো। না হলে পেঁয়াজের সতেজ ভাব কমে যায় এবং অন্যান্য সবজির সঙ্গে রাখা হলে তার মানও খারাপ হয়ে যায়। ঝুড়িতে পেঁয়াজ রাখতে না পারলে জালের ব্যাগ বা বাঁশের তৈরি পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

পেঁয়াজের আচার: পেঁয়াজ অনেকদিন ভালো রাখার আরেকটি উপায় হল তা আচার করে রেখে দেওয়া। একটা কাচের পাত্রে ভিনিগার, লবণ ও মসলা দিয়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করুন। এটা খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি অনেকদিন ভালোও থাকবে।

রেফ্রিজারেটরে নয়: আস্ত, খোসা সহ পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে তা ভুলেও রেফ্রিজারেইটরে রাখা যাবে না। কারণ এটা আর্দতা, গ্যাস, ময়েশচারাইজার ইত্যাদি শুষে নিয়ে দ্রুত পচন ধরে। তাই পেঁয়াজ অনেকদিন সতেজ রাখতে শুষ্ক আবহাওয়ায় সংরক্ষণ করুন।

খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ: এই ক্ষেত্রে উপরের পদ্ধতি কার্যকর নয়। বরং পেঁয়াজ কুচি করে কেটে বায়ুরোধী পাত্রে রেফ্রিজারেইটরে সংরক্ষণ করলে অনেকদিন ভালো থাকবে।

রান্না করা পেঁয়াজ সংরক্ষণ: খাবারের স্বাদ বাড়াতে পেঁয়াজের জুড়ি নেই। খাবার মজাদার করতে পেঁয়াজ কুচি করে কেটে, ভেজে তা উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিন। তবে ভাজা পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে খেয়াল রাখবেন তাতে যেন কোনো রকম পানি জমাট বেঁধে না থাকে। আর্দতা পেঁয়াজের সতেজভাব ও উপকারিতা নষ্ট করে ফেলে।

করোনাভাইরাস: এখনও যা জানার বাকি

ঘরবন্দি মানুষের মনে হতেই পারে, এই দুঃসময় চলছে বহু যুগ ধরে; কিন্তু এই বিশ্ব আসলে নতুন করোনাভাইরাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে মাত্র তিন মাস আগে।

এই তিন মাসে নভেল করোনাভাইরাস বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমত সাধনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তারপরও এ ভাইরাসের অনেক দিক এখনও তাদের বোঝার বাকি।

আতঙ্ক আর সচেতনার অভাবে মানুষ কান দিচ্ছে নানা গুজবে। বিজ্ঞানীদের মত সাধারণ মানুষের মধ্যেও রয়েছে নানা প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজছে পুরো বিশ্ব।

এক প্রতিবেদনে এমন কিছু প্রশ্ন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে বিবিসি।

আসলে আক্রান্ত কত?

এটা খুবই মৌলিক প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা সহজ নয়।

ইতোমধ্যে পরীক্ষা করে লাখ লাখ মানুষের শরীরে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তবে গবেষকদের অনেকেরই ধারণা, ওই সংখ্যাটি মোট আক্রান্তের একটি অংশ মাত্র।

শীতকালে জ্বর-সর্দি সহজেই কাবু করে মানুষকে। গরমে এই সমস্যা কম হয়। তবে গরমকালে নভেল ভাইরাসের সংক্রমণ কমবে কি না- নিশ্চিত করে তার উত্তর দেওয়ার মত প্রমাণ গবেষকরা এখনও পাননি।

যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঋতু বদল এই ভাইরাসের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রভাব যদি থেকেও থাকে, তা সাধারণ জ্বর-সর্দি বা ফ্লুর ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে প্রভাব, তারচেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

গরমে যদি সংক্রমণের হার সত্যি সত্যি অনেক কমে যায়, তাহলে এই আশঙ্কাও থাকবে যে শীতে হয়ত সংক্রমণের হার আবার বেড়ে যাবে। আর ওই সময়টায় এমনিতেই হাসপাতালে সাধারণ ফ্লুর রোগীর ভিড় লেগে থাকে।

কারো কারো অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয় কেন?

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগীই মৃদু অসুস্থতা অনুভব করেন। তবে ২০ শতাংশের অসুস্থতা গুরুতর রূপ পায়।

এর একটি কারণ হতে পাারে ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ওই ক্ষমতা

বিষয়টিকে আরও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে সেই সব রোগীদের সংখ্যা, যাদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটেছে, কিন্তু উপসর্গ সেভাবে প্রকাশ পায়নি।

কারও শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে সাধারণভাবে তার শরীরে ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি হয়। যদি সেই এন্টিবডি তৈরি করার একটি ভালো পদ্ধতি পাওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত আক্রান্তের সংখ্যা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পাওয়া যাবে।

কতটা প্রাণঘাতী এ ভাইরাস?

কত মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটেছে তা নিশ্চিত করে জানা না গেলে মৃত্যুহারও সঠিকভাবে বলা সম্ভব না। বিভিন্ন দেশে আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান হিসাব ক রে বলা যায়, এখন পর্যন্ত মৃত্যুহার ৫ শতাংশের কম। তবে আক্রান্ত হলেও উপসর্গ দেখা যায়নি এমন রোগীর সংখ্যা বেশি হলে মৃত্যুহার কমে আসবে।

উপসর্গ আসলে কী কী

জ্বর ও শুকনো কাশিই নভেল করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর প্রাথমিক উপসর্গ, যেগুলো থাকলে সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

এছাড়া গলাব্যথা, মাথাব্যথা এবং কারো কারো ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার মত উপসর্গের কথাও এসেছে। কিছু ঘটনায় রোগীর গন্ধ নেওয়ার ক্ষমতা লোপ পাওয়ার কথাও এসেছে।

আবার সর্দি কিংবা হাঁচির মত উপসর্গ, যেগুলো সাধারণ ফ্লুতে দেখা যায়, সেরকমও অনেকের মধ্যে দেখা যেতে পারে।

গবেষণা বলছে, উপসর্গ প্রকাশ না পাওয়ায় অনেকেই হয়ত নিজেদের অজ্ঞাতে ভাইরাসটি বহন করছেন এবং অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

শিশুদের থেকে এই ভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি কতটুকু?

শিশুদের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটবে না এমন নয়। তবে পরিসংখ্যান বলছে, এই ভাইরাসে শিশুদের আক্রান্ত হওয়া বা মৃত্যুর হার অন্য বয়সশ্রেণির তুলনায় অনেক কম।

ঝুঁকির বিষয় হচ্ছে, শিশুদের থেকে বড়দের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ তারা বড়দের কাছে যায়, মাঠে খেলতে যায়।

আক্রান্ত ও মৃত্যুর মিছিল বাড়িয়ে চলা কভিড-১৯ শিশুদের মাধ্যমে কতটা ছড়াচ্ছে, সেই চিত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে।

নভেল করোনাভাইরাস কোথা থেকে এল

গত ডিসেম্বরের শেষে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে এক বাজার থেকে এই ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়, যেখানে বন্যপ্রাণীও কেনাবেচা হত।

সার্সের করোনাভাইরাসের জ্ঞাতি ভাই এ নতুন ভাইরাসকে সার্স-সিওভি-২ নামেও ডাকা হচ্ছে। বাদুরে এই ভাইরাস দেখা গেলেও একটি মধ্যবর্তী কোনো প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের শরীরে এসেছে বলে মনে করা হয়।

কিন্তু সেই যোগসূত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে। আর যতদিন তা অজানা থাকবে, নতুন প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি থেকেই যাবে।

গরমে ভাইরাসের প্রকোপ কমে আসবে?

যার যত সক্রিয়, তার মধ্যে অসুস্থতার মাত্রা হয়ত তত কম। এক্ষেত্রে জেনেটিক গঠনও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এ বিষয়গুলো বোঝা গেলে রোগীকে আইসিইউতে না রেখেও চিকিৎসা দেওয়ার পথ পাওয়া যেতে পারে।

একবার সেরে উঠলে আবার হতে পারে?

এ বিষয়ে যত জল্পনা কল্পনা আছে, প্রমাণ তেমন কিছুই বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। এ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কারও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা একবার জয়ী হলে, সেই এন্টিবডি যে স্থায়ী হবে, সেই নিশ্চিয়তাও তাই পাওয়া যাচ্ছে না।

এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরাদের মধ্যে কারও কারও পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার খবর কিছু জায়গায় এসেছে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় ভুল থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অর্থাৎ এমন হতে পারে যে, পরীক্ষায় করোনাভাইরাস নেগেটিভ আসায় রোগীকে যখন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তখনও হয়ত তার মধ্যে সংক্রমণ ছিল।

আর এই ভাইরাসের সঙ্গে গবেষকদের পরিচয় যেহেতু মাত্র তিন মাসের, সেহেতু নিশ্চিত করে কিছু বলার মত পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তও গবেষকদের হাতে নেই।

তবে ভবিষ্যতে এ ভাইরাসকে মোকাবেলা করার জন্যই এন্টিবডির বিষয়ে ফয়সালা হওয়াটা জরুরি।

এ ভাইরাস কি নিজেকে বদলাচ্ছে?

ভাইরাসের ক্ষেত্রে জিনগত পরিবর্তন খুব সাধারণ ঘটনা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনকাঠামোতে ওই পরিবর্তন খুব বড় কোনো পার্থক্য তৈরি করে না।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে যত দিন যাবে, এ ভাইরাস মানুষের জন্য তত কম ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তবে সেটা যে হবেই, সেই নিশ্চয়তাও দেওয়া সম্ভব না।

সমস্যাটা হচ্ছে, এ ভাইরাস যদি নিজেকে বদলে ফেলতে পারে, তাহলে শরীরে আগে তৈরি হওয়া এন্টিবডি হয়ত আর তাকে চিনতে পারবে না। তখন পুনরায় সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে।

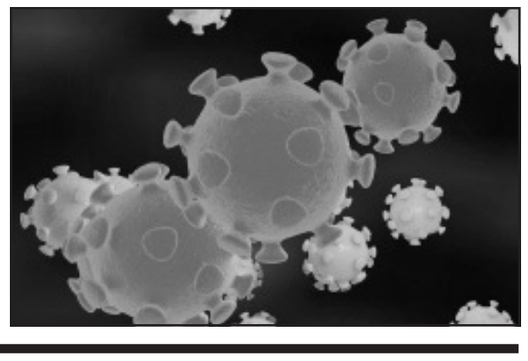

করোনাভাইরাস: বিড়ালপ্রেমীদের জন্য সুখকর নয় গবেষণার ফল

বাড়ির পোষা বিড়ালটিও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং এক বিড়াল থেকে আরেক বিড়ালে এই ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে বলে একটি গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছে সিএনএন।

গবেষণার এই তথ্য বিড়ালপ্রেমীদের জন্য সুখকর নয়, তবে এখনই এটা নিয়ে বিচলিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ওই গবেষণার বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বেজিতেও নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটতে পারে, যদিও তা এই প্রাণীর কোনো ক্ষতি করে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে। অপরদিকে কুকুরে এই ভাইরাস সংক্রমণ ঘটে না বলেই মনে হচ্ছে। পাঁচটি কুকুরের মলে ভাইরাস দেখা গেলেও সেগুলোর দেহে সংক্রমণ ঘটার মতো কোনো ভাইরাস পাওয়া যায়নি। এছাড়া শুকর, মুরগি ও হাঁসও এই ভাইরাসের জন্য ভালো জায়গা নয়।

এখনই বিড়ালপ্রেমীদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। নভেল করোনাভাইরাসে পোষা প্রাণী খুব অসুস্থ বা মারা যায় এমন কোনো প্রমাণ এখনও নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ মেডিকেল সেন্টার চিলড্রেনস হসপিটাল অব পিটসবার্গের পেডিয়াট্রিক ইনফেকশাস ডিজিজেস বিভাগের প্রধান ডা. জন উইলিয়ামস সিএনএনকে বলেন, "মানুষ

যেন তার পোষা প্রাণীটিকে জড়িয়ে ধরা ছেড়ে না দেয়। এই গবেষকরা বিড়ালে নাসারন্ধ্র দিয়ে 'হাই কনসেনট্রেশনের' ভাইরাস প্রবেশ করিয়েছিল, যা ছিল একেবারেই কৃত্রিম।"

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিড়ালের করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটতে পারে কি না তা বোঝার জন্য এই পরীক্ষায় আট মাসের পাঁচটি পোষা বিড়ালের নারারন্ধ্রে ভাইরাস প্রয়োগ করাহয়।

এর ঠিক ছয় দিন পর দুটি বিড়াল মারা যায়। তাদের শ্বাসতন্ত্রে ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল।

ভাইরাস প্রয়োগ করা বাকি তিনটি বিড়ালকে একটি খাঁচায় পুরে রাখা হয়। এর পাশে আরেকটি খাঁচায় রাখা হয় তিনটি সুস্থ বিড়ালকে।

কিছু দিন পর পরীক্ষা করে ওই তিনটি সুস্থ বিড়ালের একটিকে করোনাভাইরাস পজিটিভ পাওয়া যায়। অন্য দুটি বিড়ালের শরীরে কোনো ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েনি। লালার মধ্য দিয়ে ভাইরাস এক বিড়াল থেকে আরেক বিড়ালে সংক্রমিত হয়েছে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোনো বিড়ালের মধ্যেই অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়নি। এমনকি সেগুলোর একটি থেকে আরেকটিতে ভাইরাস সংক্রমিত হলেও বিড়াল মানবদেহে সংক্রমণ ঘটাতে পারে তা বোঝায় না।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত মার্চে বেলজিয়ামে এক ব্যক্তি ইতালি ভ্রমণ শেষে ফিরে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার পর তার বিড়ালও অসুস্থ হয়।

বিড়ালটির শ্বাসকষ্ট এবং বমি ও মলে উচ্চ মাত্রায় ভাইরাস পাওয়া গেলেও সেটি কোভিড-১৯ না অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তা নিশ্চিত করতে পারেননি গবেষকরা।

প্রায় দুই দশক আগে সার্সের সময়ও দেখা গিয়েছিল বিড়াল এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং একটি থেকে আরেকেটি সংক্রমিত হতে পারে। কিন্তু ২০০২-২০০৪ সালের ওই মহামারীর সময় পোষা বিড়ালের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভাইরাস সংক্রমণ ঘটেনি বা বিড়াল থেকে মানুষে এই ভাইরাস সংক্রমণের কোনো ঘটনা জানা যায়নি।

আমেরিকান ভেটেরিনারি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, "দুটো কুকুর (হংকং) এবং একটি বিড়ালের (বেলজিয়াম) সার্স-সিওভি-২ সংক্রমণ হয়েছে বলে খবর হলেও সংক্রামক ব্যধি বিশেষজ্ঞ এবং একাধিক আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ মানুষ ও পশুর স্বাস্থ্য সংস্থা একমত যে, গৃহপালিত প্রাণী মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঘটাচ্ছে বলে ইঙ্গিত দেওয়ার মতো কোনো প্রমাণ নেই।"

তাদের পরামর্শ, এই ভাইরাস সম্পর্কে আরও তথ্য স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারও কোভিড-১৯ এর লক্ষণ দেখা গেলে তিনি যেন এই সময়ে পোষা প্রাণীর কাছে যাওয়া কমিয়ে দেন।

"যদি আপনার পোষা প্রাণীর দেখভাল করা ছাড়া উপায় না তাকে তাহলে মাস্ক পরে নেবেন। নিজের খাওয়া কিছু তাদের দেবেন না, চুমু বা আলিঙ্গন করবেন এবং সেগুলোর সংস্পর্শে যাওয়ার আগে বা পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেবেন।"

বেজির শরীরে থাকতে পারে করোনাভাইরাস

পরীক্ষায় আরো দেখা গেছে, অসুস্থতার কোনো রকম লক্ষণ ছাড়াই বেজির শরীরে এই ভাইরাস দিব্যি বাস করতে পারে।

গবেষণার বরাতে সিএনএন বলছে, এই প্রাণীর শরীরে ভাইরাসটি সহজেই বংশবিস্তার করতে পারে।

"সার্স-সিওভি-২ বেজির শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশে আট দিন পর্যন্ত বংশবিস্তার করতে পারে। তবে এরপরও বেজির মধ্যে কোনো শারীরিক অসুস্থতা দেখা যায়নি বা মৃত্যু ঝুঁকিও তৈরি হয়নি," বলা হয়েছে গবেষণা প্রতিবেদনে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বেজির শ্বাসতন্ত্রের গঠন অনেকটাই মানুষের মতো। এমনকি ইঁদুরের চেয়েও মানুষের সঙ্গে বেজিরই মিল পাওয়া যায় বেশি।

কভিড-১৯ রোগের ভ্যাকসিন গবেষণায় এই মিল কাজে দেবে বলে মনে করছেন ভানডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের প্রতিষেধক ওষুধ ও সংক্রামক রোগ বিভাগের অধ্যাপক ডা. উইলিয়াম শাফনের।

তিনি সিএনএনকে বলেন, "মানুষের শরীরের মত কাজ করে এমন একটি নমুনা প্রাণী ভ্যাকসিন পরীক্ষার জন্য জরুরি; এতে বোঝা যাবে ভাইরাসটি কীভাবে শরীরকে কাবু করছে।

"আর এক্ষেত্রে বেজি হতে পারে আদর্শ প্রাণি। কয়েক দশক ধরেই ইনফ্লুয়েঞ্জার গবেষণায় বেজির উপর পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।"

সোমবার বানিবিদ্যাপীঠ স্কুলে বিদ্রোহ কবি কাজি নজরুলের জন্মবার্ষিকীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড-১৯ : আড়ম্বরশূন্য ঈদ-উল-ফিতর পালিত করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ মে (হি.স.) : হয়-তো এবারই প্রথম সমগ্র বিশ্বের ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা পবিত্র খুশির উৎসব ঈদ-উল-ফিতর আড়ম্বরহীনভাবে পালন করেছেন। করোনা অতিমারির কারণে করিমগঞ্জ জেলার কোনও ঈদগাহ বা মসজিদে মুসল্লিরা জমায়েত হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেননি।

করিমগঞ্জ টাউন ঈদগাহ, ফকিরাবাজার ঈদগাহ, জাতুয়া ঈদগাহ, বটরশি ঈদগাহ, কানিশাইল মসজিদ, কালিগঞ্জের বলেশ্বর ঈদগাহ, নিলামবাজারের ঐতিহাসিক আটপীর বাঘের মোকাম ঈদগাহ, বড়বাড়ি ঈদগাহ, চেরাগি ঈদগাহ, আসিমগঞ্জের আটখলা ঈদগাহ, রাতাবাড়ির টঙ্গিবাড়ি ঈদগাহ, পাথারকান্দি টাউন ঈদগাহ, মুল্লাগঞ্জ ঈদগাহে প্রতি বছর হাজার হাজার মুসল্লিরা জমাতে ঈদের নামাজ আদায় করে থাকেন। কিন্তু এবার করোনা অতিমারির জেরে সরকারি নির্দেশ অনুসারে কোনও ঈদগাহে জমাতে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়নি। প্রতিটি ঈদগাহে হাতেগোনা কয়েক জনই ঈদের নামাজ আদায় করেন।

ধর্মপ্রাণ ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ঘরেই ঈদের নামাজ আদায় করেছেন আজ। প্রতি বছর ঈদ উপলক্ষে জেলার প্রতিটি মসজিদ সহ ঈদগাহ ময়দানে রং বেরঙের ফ্যাস্টুন-ব্যানার, ছোট-বড় তোরণ লাগিয়ে আলোকসজ্জার মাধ্যমে সাজিয়ে তোলা হতো। কিন্তু এ বছর কোনও মসজিদ বা ঈদগাহে এ সব চোখে পড়েনি। এক কঠিন সংকটজনক সময়ের মধ্য দিয়ে এক মাসের সিয়াম সাধনার পর কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে এই প্রথম খুশির ঈদ-উল-ফিতরের প্রার্থনা ও উৎসব উদযাপন দুই-ই পালিত হয়েছে একপ্রকার গৃহবন্দি অবস্থাতেই।

করোনার মতো মারণ ভাইরাস সংক্রমণের দরুন সরকারি নির্দেশ মেনে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা নামাজ আদায়ের জন্য ঈদগাহ বা মসজিদমুখো হননি। জেলার ইসলামিক বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ বলেন, এবার ঈদের নামাজের মুখ্য প্রার্থনাই ছিলো সমগ্র বিশ্ববাসী যেন খুব দ্রুত কোভিড-১৯-এর মত মারণ ভাইরাসের প্রকোপ থেকে রক্ষা পান। মহান সৃষ্টিকর্তা যেন মানব সমাজের উপর ধেয়ে আসা এই মারণ ভাইরাস থেকে সকলকে রক্ষা করেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের প্রধান উপদেষ্টা তথা বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট ইসলামিক বিদগ্ধ পণ্ডিত মওলানা সারিমুল হক লস্কর, উত্তরপূর্ব ভারত এমারতে শরয়ীয়াহ ও নদওয়াতুত তামিরের প্রধান তথা আমীরে শরীয়ত মওলানা ইউসুফ আলি, জমিয়ত উলেমা হিন্দের অসম রাজ্য কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি মওলানা শায়েখ ইয়াহইয়া সহ বেশ কয়েকজন ইসলামিক বিদগ্ধ পণ্ডিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, তাঁদের জীবদ্দশায় এভাবে রমজান ও ঈদ পালন দেখেননি। পৃথিবীর কোনও দেশেও অতীতের এমন উদাহরণ নেই। এমন অকল্পনীয় সংকটাপন্ন অবস্থায়ও সমগ্র দেশের সঙ্গে প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জের সর্বত্রই অত্যন্ত ভাব গম্ভীর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়েই ঈদ উৎসব উদযাপিত হয়েছে আজ।

জুলাইতে আরও চারটি রাফাল হাতে পাবে ভারত, জানালো ফ্রান্স

নয়াদিল্লি,২৫মে (হি. স.): বায়ু সেনার হাতে রাফাল আসতে আর বেশি দেরি হবে না।জুলাইয়ের শেষের দিকে ভারতের হাতে চলে আসবে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান রাফাল।এমনই আশ্বাস ফ্রান্সের তরফে মিলেছে বলে জানা গিয়েছে।

আকাশ থেকে আকাশ পথে যেকোনও লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানার ক্ষমতা এবং সেল্ফ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র রাফালের অস্ত্রসজ্জার মূলভিত্তি।ভারতে আসার পথে ফ্রান্সের বায়ুসেনার থেকেই রাফালে জ্বালানি ভরা হবে। গোটা প্রক্রিয়াটি চলবে আকাশপথে। মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে আসার পথে ভারতের আইএল ৭৮ ট্যাংকার দিয়ে আকাশপথে ফের জ্বালানি ভরা হবে রাফাল যুদ্ধবিমানগুলিতে।বর্তমানে ভারতের মতন ফ্রান্সও করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। সে দেশে ১৪৫০০০ বেশি মানুষ মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে।মৃত্যু হয়েছে ২৮৩৩০। মে মাসের শেষের দিকে রাফাল হাতে পাওয়ার কথা ছিল ভারতের।কিন্তু করোনার জেরে তা দুই মাস পিছিয়ে যায়।দুই আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণের জন্য তিনটি যুদ্ধবিমান সহ মোট চারটি রাফাল আম্বালা এয়ারবেসে জুলাইয়ের শেষের দিকে পৌঁছে যাবে। এই যুদ্ধবিমানগুলি আরবি সিরিজের হবে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ইমানুয়েল লেনিন এক টুইট করে আশ্বস্ত করেছেন যে ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে রাফাল পেতে আর বেশি দেরি হবে না।এই যুদ্ধবিমান নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলেছে ফ্রান্স।সেই অনুযায়ী এপ্রিলের শুরুতেই ফ্রান্স ভারতের হাতে একটি রাফাল যুদ্ধবিমান তুলে দিয়েছিল।এখন পরবর্তী চারটি রাফাল বিমান পাঠানোর জন্য দ্রুত তৎপরতা দেখাচ্ছে ফ্রান্স প্রশাসন।

সামাজিক দূরত্ব মেনে বাড়িতে বসেই ঈদের নামাজ পড়লেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ মানুষ

রাজনগর , ২৫ মে (হি. স.) : সামাজিক দূরত্ব মেনে বাড়িতে বসেই ঈদের নামাজ পড়লেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ মানুষ। বীরভূমের প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর ব্লকের শতাধিক গ্রামে ঈদের নামাজ বাড়িতে বসে পড়লেন হাজার হাজার মানুষ। গত একমাস ধরে রমজান মাসে ব্রত উপবাস এর মধ্যে দিয়ে সংযমের সঙ্গে পালন করেন মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। এক মাসের পর আজ খুশির ঈদ। ঈদ উপলক্ষে মিলন উৎসবের আয়োজন হয় প্রতিবছর। কিন্তু এবার করোনা সংক্রমনের কারনে দেশ জুড়েই বাড়িতে বসেই ঈদের নামাজ পড়ার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবেদন রাখা হয়। কারণ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ঈদগাহ মাঠে এত মানুষের সমাগম হলে কোন সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। সেই আশঙ্কাকে মাথায় রেখেই এবার জেলা থেকে প্রশাসনের আধিকারিকরা সর্বস্তরেই নিয়ে সচেতনতা প্রচার করেন। ইতিমধ্যে মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে ধর্মপ্রাণ মুসলিম মানুষদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। তার সুফল স্বরূপ সোমবার রাজনগর ব্লকের বহু বাড়িতে বসে শ্রদ্ধার সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়লেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজ। রাজনগরের বাসিন্দা শফিকুল আলম বলেন, 'প্রশাসনের আদেশ একই সঙ্গে আমরাও সচেতন। তাই এবার ঈদগাহ মাঠে সম্মিলিত হয়ে আমরা নামাজ পড়িনি। বাড়িতে বসেই শ্রদ্ধার সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়েছি।করোনা সংক্রমণ রুখতে এটাই এখন ভিষন প্রয়োজন।

জাগিরেডে হিন্দুস্থান পেপার মিলের হাসপাতালে ৫০ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা হয়েছে

গুয়াহাটি, ২৫ মে (হি.স.) : অসমে অতিমারি কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজ্য সরকারের তৎপরতাও বেড়েছে। রবিবার মরিগাঁওয়ের সিভিল হাসপাতাল ঘুরে দেখেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। মরিগাঁও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুস্থান পেপার মিলের হাসপাতালকে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাসপাতালে ৫০ জন করোনা আক্রান্ত রোগী রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, বর্তমানে অসমে সাড়ে পাঁচ হাজার করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করার মতো ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি জাগিরোডের পেপার মিলের হাসপাতালে আইসোলেন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেছেন বলে। হাসপাতালে ১০টি আইসিইউ বেড প্রস্তুত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এ খন পর্যন্ত ৪২৭ জনকে করোনা পজিটিভ আক্রান্তের তথ্য পাওয়া গেছে। কাজেই বাইরে থেকে করোনা আক্রান্ত যাঁরা আসবেন তাঁদের মরিগাঁও জেলা প্রশাসনকে দেখতে হবে।

উত্তর দিনাজপুরে করোনা আক্রান্ত আরও ৩

রায়গঞ্জ, ২৫ মে (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুর জেলায় ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত আরও ৩ জন। আক্রান্তরা জেলার কোন ব্লকের বাসিন্দা, তা জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়নি।রবিবার মালদা মেডিকেল কলেজের ভিআরডিএল ল্যাবে ৩৩০ জনের লালার নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসে। তাতে মোট ২৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে ২৩ জন মালদার এবং ৩ জন উত্তর দিনাজপুরের বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ প্রধান বলেন, 'গতকাল গভীর রাতে ৩ জনের করোনা আক্রান্তের রিপোর্ট পেয়েছি। তাঁদের নাম-ঠিকানা বলা যাবে না। আক্রান্ত ৩ জনকে রায়গঞ্জের কোভিড হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে এই জেলার ৫ জন সুস্থ হয়ে বাড়িও ফিরেছেন।'

৬০ করোনা জয়ীকে বাড়ি ফিরাতে চলেছে কলকাতা মেডিকেল

কলকাতা,২৫ মে (হি স):করোনা আতঙ্কে কাঁপছে তিলোত্তমা। দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে যেন শহরে রাজ করেছে করোনা।

তবে আতঙ্কের মাঝে স্বস্তির খবর। সোমবার ৬০ জন করোনা জয়ীকে বাড়ি ফেরাতে চলেছে কলকাতা ছয়ের পাতায়

করোনায় প্রাণ হারালেন বাংলাদেশের প্রাক্তন সাংসদ

ঢাকা, ২৫ মে (হি. স.) : প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এবার প্রাণ হারালেন বাংলাদেশের শাসকদল আওয়ামি লিগের প্রাক্তন সাংসদ হাজি মকবুল হোসেনের। রবিবার রাত নয়টার সময়ে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

প্রয়াত সাংসদের ব্যক্তিগত সহকারী ফজলুর রহমান জানিয়েছেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে তিন দিন আগে বৃহস্পতিবার সিএমএইচে ভর্তি হয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ। গত কয়েকদিন ধরেই মুন্সিগঞ্জ সহ নানা জায়গায় লকডাউনের কারণে দুর্দশাগ্রস্থদের মধ্যে ত্রাণ বিলির কাজে ব্যস্ত ছিলেন প্রয়াত মকবুল হোসেন। গত ১৪ মে'র পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ১৯৯৬ সালে ঢাকার ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুর আসন থেকে আওয়ামি লিগের হয়ে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন মকবুল হোসেন। বর্তমানে আওয়ামি লিগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। দলের প্রাক্তন সাংসদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।অন্যদিকে, দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ যেভাবে বাড়ছে তাতে দেশে লকডাউন আরও একদফা বাড়বে কিনা, তা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এদিন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, 'ঈদ উৎসব মিটে যাওয়ার পরেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আগামী বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত ঘোষণা হতেও পারে। দেশে যেভাবে করোনা সংক্রমণ বেড়ে চলেছে, তা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিন পর্যন্ত দেশে করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪৮০ জন। আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩ হাজার ৬১০ জন। গত ২৪ ঘণ্টাতে দেশে একদিনে সর্বাধিক (২৮ জন) মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

নেপালে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৭২

কাঠমান্ডু, ২৫ মে (হি. স.): ভারতের প্রতিবেশী নেপালে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৭২ জন।দেশের ৯ টি জেলা থেকে আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছে। ফলে ছোট্ট এই পাহাড়ি দেশে সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭৫।কাঠমান্ডুর ন্যাশনাল পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, ধারনের বিপি কইরালা ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সাইন্স, হিতাউদি ভেক্টর বর্ন ডিসিস রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, দেংয়ের রাপটি অ্যাক্যাডেমি অফ হেলথ সাইন্স, নেপাল গঞ্জের ভেরি হসপিটালে করোনা চিহ্নিতকরণের পরীক্ষা এবং চিকিতা দুটোই চলছে।

সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে ২৬ জন রাউটাহাট, ২৩ জন বাড়া, সাতজন দাইলেক, ব্যাংকে থেকে চার।ধানুশা, কাঠমান্ডু, কপিলাবস্তু তিনজন করে আক্রান্ত। দুইজন সপ্তারি এবং বারদিয়ায় একজন আক্রান্ত হয়েছে।করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে চারজনের।

নয়ডা অথরিটি অফিসে আগুন পুড়ে ছাই গুরুত্বপূর্ণ নথি

নয়ডা (উত্তর প্রদেশ), ২৫ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের নয়ডায়, নয়ডা অথরিটি অফিসে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গেল গুরুত্বপূর্ণ নথি। সোমবার সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ সেক্টর ৬-এ অবস্থিত নয়ডা অথরিটি অফিসের ইন্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্টে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর দুপুর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে গিয়েছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানার জন্য পাঁচ-সদস্যের টিম গঠন করেছেন নয়ডা অথরিটি সিইও রীতু মাহেশ্বরী।

ইটাহারে পুকুর থেকে গৃহবধূর দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

উত্তর দিনাজপুর, ২৫ মে (হি.স.): উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারে পুকুর থেকে গৃহবধূর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। ইটাহার থানার অন্তর্গত পালপাড়া এলাকার ঘটনা। মৃতার নাম শান্তনা পাল (৪০)। তাঁর বাড়ি ওই এলাকাতেই। ছয়ের পাতায়

প্রতিদিন তিন লক্ষ মাস্ক ও পিপিই কিট তৈরি হচ্ছে ভারতে

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি. স.): ভারতে প্রতিদিন এখন তিন লক্ষ পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট কিট (পিপিই) এবং এন ৯৫ মাস্কের উৎপাদন হচ্ছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলিকে এখনো পর্যন্ত ১১১.০৮ লাখ এন ৯৫ এবং ৭৪.৪৮ পিপিই কিট দেওয়া হয়েছে।

এর গুণগত মান বজায় রাখার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণমন্ত্রী তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পিপিই কিট এবং মাস্কের ক্রয় এইচএলএল লাইফ কেয়ার লিমিটেড নামক এজেন্সির মাধ্যমে হয়। কেনার আগে এর গুণগত মান যাচাই করে বস্ত্র মন্ত্রকের অনুমোদনপ্রাপ্ত আটটি পরীক্ষাগার। স্বাস্থ্য এবং পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের নির্ধারিত মানদণ্ডে পাশ হওয়ার পরেই কেনা হয় এই সকল জিনিসকে। ভেজাল পণ্য বেরোলেই সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনা প্রতিরোধে যেসকল ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়র রয়েছে যেমন চিকিৎসক, নার্স, ও স্বাস্থ্যকর্মী তাদের জন্য একান্ত আবশ্যক এই সকল সরঞ্জাম।

মাথাভাঙ্গায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য

নয়ারহাট, ২৫ মে (হি. স.) : কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাটের বালারহাটের পর উত্তর নলঙ্গিবাড়ি এলাকার এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল।

জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় ইটভাটায় কাজ করতে গিয়েছিলেন। রবিবার রাত ১টা নাগাদ ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর মৃতদেহ বাড়িতে আনার পথে চ্যাংরাবান্ধার নাকা চেকিংয়ে বর্তমানে আটকে রয়েছে। হৃদযন্ত্রের সমস্যার কারণে ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর।

কাশ্মীরে নিকেশ দু'জন আইএস জঙ্গি উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ২৫ মে (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি দমন অভিযানে পুনরায় সাফল্য পেল সেনাবাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)উ দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময় চলাকালীন খতম হয়েছে দু'জন ইসলামিক স্টেট (আইএস) অনুপ্রাণিত সন্ত্রাসবাদীউ কুলগাম জেলার খুর হাজিনপোরা এলাকার ঘটনা। গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। নিহত দুই জঙ্গির নাম আদিল আহমেদ ওয়ানি ওরফে আবু ইব্রাহিম এবং শাহিন বশির ঠোকার। দু'জনেই ইসলামিক স্টেট অব জম্মু-কাশ্মীর (আইএসজেকে) সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল।

সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত দু'জনই আদতে শোপিয়ানের বাসিন্দা। ২০১৭-র ১২ সেপ্টেম্বর থেকে আইএসজেকে-র সদস্য ওয়ানি। গত বছর ১৫ অগস্ট ওই সংগঠনে যোগ দেয় ঠোকার। তার আগে পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই তৈবার সদস্য ছিল সে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার খুর হাজিনপোরা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীউ গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোমবার সকাল থেকেই ওই এলাকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর ৩৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)। চিরুনি তল্লাশি চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে এলোপাথাড়ি গুলির লড়াই শুরু হয়উ দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই শেষে খতম হয়েছে দু'জন সন্ত্রাসবাদী। সাময়িকের জন্য গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। কাশ্মীর জোন, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, কুলগাম এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে আইএস দু'জন জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

লকডাউন শিথিল, তাই দিল্লিতে বাড়ছে করোনা-প্রকোপ : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): লকডাউন শিথিল হওয়ার কারণেই দিল্লিতে বাড়ছে কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঘটনা। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই, যতক্ষন না পর্যন্ত মৃত্যু ও অতি সংক্রমিতের হার দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। সোমবার এমনই মন্তব্য করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এদিন কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, লকডাউন শিথিল হওয়ার কারণেই দিল্লিতে বাড়ছে কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঘটনা। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই, যতক্ষন না পর্যন্ত মৃত্যু ও অতি সংক্রমিতের হার দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। যদি কেউ ভাইরাসে সংক্রমিত হন এবং সুস্থ হয়ে ওঠেন তাহলে চিন্তার কোনও কারণ নেই।

কেজরিওয়াল দাবি করেছেন, দিল্লির পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে, যদিও আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, কোভিড-১৯ সংক্রমণ ধীরে ধীরে বাড়ছে। অধিকাংশ সংক্রমণের ক্ষেত্রেই মৃদু উপসর্গ দেখা যাচ্ছে এবং বাড়িতেই চিকিৎসা চলছে। দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত একজন রোগীর চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেছে ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এ প্রসঙ্গে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, ওই বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছি আমরা। এক্ষেত্রে রোগীকে এম্বুলেন্স দেওয়া এবং কোভিড-১৯ হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হাসপাতালেরই দায়িত্ব।

কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে বাড়িতেই চিকিৎসা চলছে করোনা-আক্রান্ত ৩৩১৪ হন রোগীর। সোমবার থেকেই নতুন করে ২০০০টি বেড মিলবে প্রাইভেট হাসপাতালে। রবিবার পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১,৩৪,১৮ এবং সুস্থ হয়েছেন ৬৫৪০ জন ও সক্রিয় রোগী ৬৬১৭ জন।

অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবার সূচনা, কোভিড-১৯ সতর্কতা নিয়ে কড়াকড়ি

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): প্রায় দু'মাস বন্ধ থাকার পর, সোমবার থেকে চালু হয়েছে অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে বিশেষ ট্রেনও চলছে। শুরু হয়েছে আন্তঃরাজ্য বাস চলাচলও। এবার শুরু হল অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা। প্রায় দু'মাস পর স্বস্তি পেলেন আকাশপথে সফর করা ভারতীয়রা। তবে, মানতে হয়েছে বহু নিয়ম। যাত্রীদের থার্মাল স্ক্রিনিংও করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সতর্কতা নিয়ে ব্যাপক কড়াকড়ি করা হয়েছে।

কর্ণাটক : সোমবার সকাল ন'টা পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছয় ৫টি বিমান, প্রস্থান করে ১৭টি বিমান এবং ৯টি বিমান বাতিল করা হয়।

ওড়িশা : ওড়িশাতেও সোমবার থেকে শুরু হয়েছে অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা। সকালেই বিজু পটনায়েক বিমানবন্দর থেকে ডি-বোর্ড করে দিল্লি-ভুবনেশ্বর বিমান। সরকারি নির্দেশিকা মতো কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এছাড়াও দিল্লি, জম্মু, গুজরাট, তামিলনাড়ু, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এদিন থেকে শুরু হয়েছে অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা। দিল্লি থেকে এদিন সকালেই ৪০ জন যাত্রীকে জম্মুতে উড়ে এসে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান।

সোমবার আগরতলায় ডিএসওর উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বাড়িতে বসেই ঈদ পালন করলেন রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বরা

কলকাতা, ২৫মে (হি. স.): মারণ ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে ঘর বন্দী গোটা দেশ। কিন্তু কালের নিয়মে উৎসব তার নিজের মতই আসছে। তবে এই উৎসবে সাধারণ মানুষের সাথে সামাজিকভাবে না মিলিত হওয়ার বার্তা দিয়েছে প্রশাসন সহ বিশেষজ্ঞরা। তাই সোমবার খুশির ঈদের দিনে বাড়িতে বসেই নামাজ পড়ার পালা সারলেন সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা।

সোমবার সকালে নিজের বাড়িতে বসেই নামাজ পড়লেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। একইভাবে বাড়িতে বসে উৎসব পালন করলেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি ও রাজ্য বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চা সেলের সভাপতি আলী হুসেন। এদিন সকালেই দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধরা পড়ল ঈদের অন্যরকম ছবি। মিলন উৎসবে বজায় থাকল সামাজিক দূরত্ব। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী আলিঙ্গন, হাত মেলানো থেকে এদিন বিরত থাকলেন সকলেই।

সপরিবারে বাড়িতে বসেই প্রার্থনা সেরে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, 'এরকম ভাবে ঈদ পালন আগে কখনও করিনি। স্নান সেরে , নতুন পোশাক পরে মসজিদে ঈদের নমাজ পড়তে যাওয়া, এই অভ্যেস ছিল ছোট থেকেই। এবার ব্যতিক্রম ঘটল'। মন খারাপ রেখেই তিনি বললেন, পৃথিবী সঙ্কটের মুখে, এ-ছাড়া উপায় নেই।

একইভাবে এদিন নগরবাসীকে জমায়েত না করার জন্য আবেদন জানান রাজ্য বিজেপির মোর্চা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আলী হুসেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, বাড়িতে বসেই ঈদ পালন করার জন্য শহরবাসীর কাছে আবেদন জানান তিনি। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি ঈদের আগেই জানান, 'অতিমারীর কারণে এই প্রথম আমরা ঈদ-উল-ফিতরের প্রার্থনা ও উদযাপন দু'ই-ই পালন করব বাড়িতে বসে। তবে এতে উৎসবের উদযাপনে কোনও ঘাটতি হবে না।'

আমফান বিধ্বস্ত এলাকায় পথে নেমে গাছ কাটছেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৫ মে (হি স): ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে বিধ্বস্ত গোটা বাংলা। আমফানের তাণ্ডবে কলকাতাসহ জেলায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।বিভিন্ন জায়গায় পরে রয়েছে গাছ। কলকাতারএকাধিক জায়গায় নেই বিদ্যুৎ।এরই মাঝে সোমবার আমফান বিধ্বস্ত এলাকায় পথে নেমে গাছ কাটছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সল্টলেকের বিভিন্ন রাস্তা-সহ ব্লকের মধ্যে গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ। সল্টলেকে সিকে, একে, এজে, এসি ব্লকে রাস্তায় যেখানেই গাছ পড়ে থাকতে দেখেছেন তা কেটে রাস্তা পরিষ্কার করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। দলে কিছু কর্মীদের নিয়ে সরেজমিনে ঘুরে দেখছেন এখনও কোথাও গাছ পড়ে রয়েছে কিনা। কোথাও গাছ দেখলেই নিজে হাতে গাছ কাটলেন। তারপর রাস্তা থেকে গাছের গুঁড়ি সরিয়ে দেন। নিজেই দা দিয়ে গাছ কাটলেন দিলীপ ঘোষ।

দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

পাচের পাতার পর

স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার সকালে ওই গৃহবধূর মৃতদেহ পুকুরে ভাসতে দেখেন এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় ইটাহার থানায়। পুলিশ কর্মীরা এসে দেহ উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় মৃতার স্বামী প্রভাস পালকে আটক করেছে পুলিশ। ওই গৃহবধূর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কলকাতা মেডিকেল

পাচের পাতার পর

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনা আতঙ্কে একপ্রকার ঘুম ওড়ার জোগাড় শহরবাসীর। ইতিমধ্যেই কোভিড হাসপাতালে হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে। আর তারই মাঝে এবার একসঙ্গে সুস্থ ৬০ করোনা আক্রান্ত রুগী। ৬০ জন করোনা জয়ীকে বাড়ি ফেরাতে চলেছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা মোকাবিলায় সুরক্ষার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল কেপিসি মেডিকেল কলেজের নার্স- স্বাস্থ্য কর্মীরা

কলকাতা, ২৫ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। গোটা বিশ্বের পাশাপাশি করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত কলকাতাও। কিন্তু এরই মাঝে করোনার সংক্রমণ মোকাবিলায় সুরক্ষার দাবি তুলে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল কেপিসি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীরা।

কিছুদিন আগেই কেপিসি মেডিকেল কলেজকে কোভিড হাসপাতাল রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এরই মাঝে সুরক্ষার দাবি তুলে চিকিৎসা থামিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ হাসপাতালের ৪০০ নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ মিলছে না পিপিই, একই পিপিই একাধিক বার পরে কাজ করতে হচ্ছে। আবার কখনও পিপিই ছাড়াই ডিউটি করতে হচ্ছে। এই রকমই নানান অভিযোগে তুলে কর্মবিরতিতে সামিল কেপিসি মেডিক্যাল কলেজের নার্স স্বাস্থ্য কর্মীরা।

অন্ডালে বিজেপিকর্মীর বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগের তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে

দুর্গাপুর, ২৫ মে(হি.স.): বিজেপি কর্মীর ওপর হামলার চেষ্টা ও তার বাড়িতে ভাঙ্গচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাকে কে কেন্দ্র করে অন্ডালের ময়রা কোলিয়ারি এলাকায়। যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। ঘটনায় জানা গেছে, আক্রান্ত বিজেপিকর্মী গীতা সিং। অন্ডালের ময়রা কোলিয়ারী এলাকার বাসিন্দা।

অভিযোগে জানা গেছে, রবিবার স্থানীয় এক তৃণমূলকর্মীর সঙ্গে বিজেপিকর্মী গীতা সিংয়ের বচসা হয়। পুলিশি মধ্যস্থতায় ওইসময় বিষয়টি মিটে যায়। ওই ঘটনার জেরে সোমবার ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। এদিন দুপুর নাগাদ তৃণমূলের বেশ কয়েকজন কর্মী গীতা সিংয়ের ওপর হামলার চেষ্টা ও তার বাড়িতে ভাঙ্গচুর করে বলে অভিযোগ।

গীতা সিং জানান,' আমি বাইক নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। ওই সময় তৃণমূল আশ্রিত জনা ২৫ দুষ্কৃতী ভোজালি, টাঙ্গি ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আমার ওপর হামলার চেষ্টা করে। ভয় পেয়ে আমি দ্রুত বাইক চালিয়ে দক্ষিণখন্ড গ্রামের আগুরি পাড়ায় এক পরিচিতের বাড়িতে আশ্রয় নি। তারপর আমাকে না পেয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমার বাড়িতে হামলা চালায়। টিভি, ফ্রিজ, আলমারি ভাঙচুর করে। মেয়ের বিয়ের জন্য বাড়িতে রাখা সোনার অলংকারও দুষ্কৃতীরা নিয়ে পালায়।' স্থানীয় বিজেপির মন্ডল সভাপতি জয়ন্ত মিশ্র জানান,' গীতা সিং খুব ভাল সংগঠক। গত একবছর ধরে তার ওপর নানানাভাবে আক্রমন করা হচ্ছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব। তৃণমূলের পক্ষে অনন্ত ঘোষ জানান, 'এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনো যোগ নেই। টাকা পয়সা লেনদেন সংক্রান্ত কোন বিবাদের ঘটনা। বিজেপি অযথা রাজনৈতিক রং চড়াচ্ছে।' এদিকে ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে অন্ডাল থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এলাকায় পুলিশ মোতায়ন রয়েছে। এখনও কোন লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।'

ঝড়ের পাখি ডিরোজিও

দুইয়ের পাতার পর

ভারতবাসীকে অবহিত করার যাবতীয় কৃতিত্বও ইতিহাসের গবেষকেরা দাদাভাই নওরোজি সহ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে নেতৃত্বকে দিয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠার অনেক আগে ১৮৩৩ সালে সনদ গৃহীত হবার দু'বছরের ভেতরেই, বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে কোটি টাকার রাজস্ব, ইংল্যান্ডে পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন ডিরোজিও।

এই প্রেক্ষিত আলোচনা করে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যেরা কিন্তু খুব স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন, বাংলা তথা ভারত থেকে অর্থ বিদেশে চালান দেওয়ার ঘটনা কিন্ত আগামী বছরগুলোতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন বাংলার মানুষের থেকে শোষণ করা এই টাকা, বিদেশে রপ্তানি করা হলেও সেই টাকা দিয়ে বিদেশের সমৃদ্ধি হলেও, তার ভগ্নাংশ কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্গতির অবসানের জন্য খরচ করা হচ্ছে না। ভারতবর্ষের মানুষদের রাস্তাঘাট নির্মাণ থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কোন স্বাস্থ্যকর, জনকল্যাণকর বিষয়ের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে না।

এই প্রেক্ষিত আলোচনা ভেতর দিয়ে এটাই প্রতিয়মান হয় যে ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণ সম্বন্ধে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অনেক আগে, উনিশ শথকের নবজাগরণের মধ্যেভাগে ভারতবাসীর ভেতর একটি সচেতনতা তৈরি এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে ডিরোজিও এবং তাঁর ছত্রীরা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই পর্যায় ঘিরে পর্যলোচনা করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চিন্তা চেতনার উন্মেষের অন্যতম আদিগুরু হিসেবে বর্ণনা করতে পারা যায় ডিরোজিওকে।

ইয়ং বেঙ্গলের পক্ষ থেকে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল ইংরেজরা ভারতবর্ষে কবার আগে এই ভারতবর্ষ বর্বরতা যুগে ছিল, এইটা ইংরেজরা ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের সামনে প্রচার করে থাকে। এই অসত্য প্রচারের অধিকার তাঁদের কে দিয়েছে?---এই প্রশ্ন ইয়ংবেঙ্গলের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছিল।

তাঁরা খুব স্পষ্টবাবেই বলেছিলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষে অধিকার করবার আগে ভারতবর্ষের শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশ ছিল। আমেরিকা দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁরা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলেন, ইংরেজদের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে, স্বামীধনতা অর্জন করতে পারলে, ভারতবর্ষ এই দুর্গতির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে।

মধ্যকালীন ভারতের সমন্বয়ী তেচনা ধ্বংসের ভেতর দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন রেখাটিকে তীব্র করে, ইংরেজ, বিভাজন ও শাসনের যে প্রক্রিয়া চালিয়েছিল, সেই প্রক্রিয়াটিকে কিন্তু মানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা প্রথম নিয়েছিলে ডিরোজিও ও তার সহকর্মীরা।

মধ্যকালীন ভারত যে কোন অবস্থাতেই অন্ধকার নিমজ্জিত ছিল না, সেটি অত্যন্ত জোরের সাথে বলবার ক্ষেত্রে উনিশ শতকের বাংলার বুকে ঐতিহাসিক ভূমিকা ডিরোজিও এবং তার সতীর্থরা পালন করেছিলেন। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ডিরোজিয়ানদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল---ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকেই আমাদের শাসকশ্রেণির মতলব ছিল, অমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা । আর স্বাধীনতাহীনতাই আমাদের সমস্ত দুর্দশার এক এবং একমাত্র কারণ। তাই আমাদের প্রস্তাব প্রথমত, দেশের দুর্গতি মোচনের জন্য আমাদের প্রথমত ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, দেশকে ভালবাসতে হবে। দেশের ভিত্তি এবং সেই ঐক্যের ভিত্তিতে একটা শক্তিতে পরিণত করে, সবটাকে পরিচালিত করতে হবে জাতীয় কল্যাণের পথে। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামেরও অনেক আগে ইয়ং বেঙ্গলের পক্ষ থেকে এই উচ্চারণ কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজ বিতাড়ণের প্রথম ডাক বলে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে চিহ্নিত করা যায়।

ডিরোজিওর চিন্তাধারায়, নিজেদের চিন্তাভাবনাকে পরিচালিত করে, তাঁর শিষ্যরাই প্রথম ভারতীয়, যাঁরা যুক্তিবাদের সাহায্যে অত্যন্ত স্পষ্টবাবে ঘোষণা করেছিলেন—গঙ্গার পবিত্রতায় তাঁরা বিশ্বাস করেন না।

তাঁরা বলেছিলেন, পুজোর ঘরে মন্ত্রোচ্চারণের নামে ইলিয়াডের অংশবিশেষ আবৃত্তি হলো অনেক বেশি মানসিক শান্তির পক্ষে ইতিবাচক। প্রথম প্রশ্ন তুলেছিলেন, এটা কি ত্য নয় যে আমাদের শাস্ত্রে নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ? খেলাখুলিভাবে না হলেও অনুমোদিত নয়, এমন কোনো অনুশাসন যদি শাস্ত্রগ্রন্থে থাকে, তবে সে শাস্ত্রগ্রন্থ কে আমি পদদলিত করি। এই কথা বলোর মত সাহাস এবং স্পর্ধা কিন্তু দেখতে পেরেছিলেন ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যেরা। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

জনগণ

● প্রথম পাতার পর

হানা দেয় চোখ ওই বাড়ি থেকে নগদ ২০ হাজার টাকা, টিভি এবং সোনা গয়না ও অন্যান্য সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। এ ব্যাপারে এয়ারপোর্ট থানায় দুটি পৃথক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার কিংবা চোরদের টিকির নাগাল পায়নি পুলিশ। পরপর একই রাতে ২ বাড়িতে চুরির ঘটনায় এলাকার জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায় চিত্তরঞ্জন দেবনাথ এসএসসিতে বহিরাজ্যে কর্মরত। পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে ঘরের দরজার তালা ভেঙে চুরির ঘটনা সংগঠিত করেছে। এয়ারপোর্ট থানা এলাকার সুভাষ কলোনি সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলোতে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

রহমান বলেন, প্রত্যেক বছর রীতি অনুযায়ী জমায়েত করে আমরা নামাজ আদায় করেছি। কিন্তু এ বছর তা সম্ভব হয়নি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, কোভিড-১৯ প্রকোপে সারা বিশ্বে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সাড়ে তিন লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কয়েক লক্ষ মানুষ ওই ভাইরাসের থাবায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাই, খুশির ঈদ আজ বিষাদময় হয়ে উঠেছে। তাঁর কথায়, রমজান মাসে সকলের জন্য প্রার্থনা করেছি। আজ ঈদ উপলক্ষ্যেও করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রায়াতদের আত্মার শান্তি কামনা করার সাথে অসুস্থদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। তাঁর দাবি, লকডাউনের সরকারি আদেশ মেনেই মসজিদে এবং ঈদগাহে আমরা নামাজ আদায় করেছি। অনেকেই আসতে চেয়েছিলেন। তাঁদের করজোড়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছি। তাঁরা বাড়িতেই নামাজ আদায় করেছেন।

সম্ভাবনা

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী ওই তিনদিন ত্রিপুরায় অধিকাংশ স্থানেই ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে, বৃহস্পতিবার থেকে সমগ্র ত্রিপুরা করোনা সংকটের পাশাপাশি বৃষ্টির ঝাপটাও সহ্য করতে হবে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর রাজ্যে টানা বৃষ্টিপাত হবে। এক্ষেত্রে টানা তিনদিন ধারাবাহিক বৃষ্টিপাতে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে কিনা সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, অসমে টানা বর্ষণে দুয়েকটি এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই করোনা সংকটের মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ত্রিপুরার জন্য চিন্তা বাড়াচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে।

পালিত

● প্রথম পাতার পর

এক দিশারী। সাংস্কৃতিক জগতে এক নতুন দিশা দেখিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক জগতের কুশীলবদের একসাথে কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, কাজি নজরুল ইসলাম একদিকে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, অন্যদিকে ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বিদ্রোহী কবির জীবনাদর্শ সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। কবির মতাদর্শকে পাথেয় করে এগিয়ে যাবার জন্য সাংস্কৃতিক জগতের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এদিন ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে।

মণিপুরে

● প্রথম পাতার পর

হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূপৃষ্ঠের ৪০ কিলোমিটার গভীরে এপিএফ ২৩.১ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.০৪ঙ্গ পূর্বে ছিল ভূকম্পনের উৎসস্থল। তবে ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

আজকের ভূমিকম্পের প্রভাব পার্শবর্তী রাজ্যগুলিতে অনুভূত হয়েছে। অসম, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরায় কম্পনে কেঁপে উঠেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ত্রিপুরায় মূলত ধলাই, ঊনকোটি এবং উত্তর জেলায় মানুষ ভূমিকম্প টের পেয়েছেন। অন্য জেলায় ভূমিকম্পের ততটা অনুভূতি হয়েছে বলে খবর মিলেনি। অসমের মণিপুরের সীমান্তবর্তী এলাকায় মৃদু কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ।

চন্ডীগড়ে

● প্রথম পাতার পর

থেকে ২০ জুন পর্যন্ত মুম্বইতে চলে আসবে মৌসুমী বায়ু।

পঞ্চায়েত স্তরে সরকারী প্রকল্পের পর্যালোচনার জন্য বিজেপির কমিটি গঠিত

আগরতলা, ২৫ মে ।। রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে বিজেপি পর্যালোচনা করেছে। সোমবার এই নিয়ে দলের প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহার পৌরহিত্যে একটি বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের যাবতীয় কর্মকান্ড খতিয়ে দেখা হবে। পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী রাজ্যের দশটি জেলা রয়েছে। আর এই পর্যালোচনার জন্য প্রদেশ স্তরের ১জন কার্যকর্তাকে প্রমুখ করে তিন জনের কমিটিকে পার্টির জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনারহ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর উপর পার্টির বর্ষিয়ান নেতা তথা উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মনকে চেয়ারম্যান করে পাঁচ সদস্যক একটি রাজ্যভিত্তিক পর্যালোচনা কমিটিও গঠন করা হয়েছে। জেলাস্তর থেকে যেসমস্ত তথ্য উঠে আসবে তা রাজ্য কমিটির সামনে উপস্থাপন করা হবে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যস্তরীয় পর্যালোচনা কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। পার্টির রাজ্য সভাপতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তাদের অনতিবলম্বে বিভিন্ন এলাকায় প্রবাস শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

খলনায়ক সিইএসসি-র ব্যর্থতায় সরব গোটা শহর

কলকাতা, ২৫ মে (হি. স.) : জল ও বিদ্যুতের দাবিতে শহরে বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সোমবারও চলেছে। দুর্যোগের পর পাঁচ দিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু শহরের কিছু এলাকায় এখনও পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি। অভিযোগের কাঠগড়ায় 'খলনায়ক' সেই সিইএসসি।

ধনকরের আবেদন

আটের পাতার পর

ভারত' শীর্ষক আলোচনাচক্রেও তিনি এ ব্যাপারে আবেদন করেন। এর আগে এদিন সকালে তিনি উর্দু ও ইংরেজিতে ইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে দুটি টুইট করেন।

৭২ বছর বয়সী বৃদ্ধা

আটের পাতার পর

কিডনির রোগী ছিলেন ওই বৃদ্ধা, স্বামীর সঙ্গে জলন্ধর থেকে ফিরেছিলেন তিনি। তাঁর স্বামীর শরীরেও করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছিল।

এছাড়াও শিমলায় আরও ৩ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। গত ১৮ মে মুম্বই থেকে ফিরেছিলেন তাঁরা। প্রত্যেককে দেহা গভর্নমেন্ট রেস্ট হাউসে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশে এখনও পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০৯।

আনন্দমার্গের উদ্যোগে

মেডিকেল ক্যাম্প ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ মে।। আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম বিশালগড় ইউনিটের উদ্যোগে সোমবার বিশালগড় মহকুমার দক্ষিণ ব্রজপুরস্থিত আমতলি স্কুল মাঠে মোট পঞ্চাশটি জনজাতি পরিবারে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। আনন্দমার্গের তরফে প্রতিটা পরিবারে যাতে অন্তত এক সপ্তাহ চলে সেই পরিমাণে কাঁচা শাক সব্জি তরি তরকারি থেকে শুরু করে চাল ডাল আলু তেল সয়াবিন সাবান এবং মশলাপাতি তুলে দেওয়া হয় এলাকার দুঃস্থ অংশের মানুষদের হাতে। ত্রাণ কার্য ছাড়াও সোমবার আমতলি স্কুল মাঠে আনন্দমার্গের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক দের দ্বারা পরিচালিত একটি মেডিকেল ক্যাম্প।

মেডিকেল ক্যাম্প থেকে এলাকার গরিব ধনী সকল অংশের মানুষদের মধ্যে আয়ুষ মন্ত্রক স্বীকৃত করোনা প্রতিষেধক আর্সেনিকা এলবাম ঔষদ বিতরণ করা হয়।উপস্থিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা ঔষধের গুনগুন ও ব্যবহার বিধি সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন। সমগ্র কর্ম সূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিমের কর্মকর্তাগন।বিশিষ্ট দের মধ্যে ছিলেন ননীগোপাল দেবনাথ, অনিল দেবনাথ,ডঃ অনন্যা দাস,জয়দীপ পাল , সিপাহীজলা জেলার জনজাতি মোর্চার প্রেসিডেন্ট সহ অন্যান্যরা ।এই ধরনের মানবিক কর্ম কান্ডে খুশি দক্ষিণ ব্রজপুর এলাকার মানুষ জন।

করোনার থাবা

● প্রথম পাতার পর

করিমগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। আর সোমবার বিকেলে যে ২৫ জন কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কাছাড়ের ৫ জন, করিমগঞ্জের ১৬ জন এবং হাইলাকান্দির ৪ জন।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সর্বশেষ রিপোর্টে নিশ্চিত করা হয়েছে, ২৫ জনের মধ্যে কাছাড়ের কাজল হুসেন লস্কর (২৫) ভাগাবাজার, রাজকুমার সিং (৪৯) নাগাটিল্লা বিআরটিএফ, সালাম উদ্দিন কাজি (২২) সিঙিরবন্দ, মুকুল হুসেন (২১) সোনাই, আব্দুল মান্নান চৌধুরী (২১) চাঁদপুর।

করিমগঞ্জ জেলার ১৬ জন যথাক্রমে আবদুর রহমান (২৩) বালিরবন্দ, ইব্রাহিম আলি আহমেদ (২৪) ছয়কুট, মঙ্গু গৌড় (২২) (গৃহ এলাকার নাম জানা যায়নি), সুমন দাস (১৮) রাতাবড়ি, আব্দুল আজিদ (২৮) টিল্লাবাজার, রুসনা বেগম (২৩) (গৃহ এলাকার নাম জানা যায়নি), জুনাল আহমেদ (১৮) খুদ্রাকান্দি, রাহুল উদ্দিন (১৯) কালিগঞ্জ, সাজিদ আহমেদ (১৫) বালিয়া, মসরুর আহমেদ (১৮) কালিগঞ্জ, হিফজুর রহমান (২৯) খলাবসলা, আলি হায়দর (২২) মালিগঞ্জ, বদরুল ইসলাম (২১) কালিগঞ্জ, আবদুর ওয়াহিদ (১৪) কালিগঞ্জ, রেহান উদ্দিন (২০) লক্ষ্মীপুর এবং বিলাল উদ্দিন (২২) কালিগঞ্জ।

হাইলাকান্দি জেলার যে চারজন তাঁরা সুব্রত রায় (২১) (গৃহ এলাকার নাম জানা যায়নি), আবদুস সলাম বড়ভুইয়াঁ (২২)(গৃহ এলাকার নাম জানা যায়নি), হিরণ্ময় মালাকার (২৫)(গৃহ এলাকার নাম জানা যায়নি) এবং সিরাজুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ (২২) রাজেশ্বরপুর।

এদিকে শনিবার রাতে করিমগঞ্জের পাঁচজন পজিটিভ ধরা পড়েছিলেন। তাঁরা হলেন, বদর উদ্দিন (২২), বাড়ি করিমগঞ্জ জেলার বিনোদিনী এলাকায়, নাজির উদ্দিন (২৭) করিমগঞ্জের কাশিমপুরে, জাবরুল ইসলাম (২৫) ব্রাহ্মণশাসন এলাকার বাসিন্দা, দেবু দাস (২৩) বাড়ি করিমগঞ্জের কলিখাই এলাকায় এবং আনোয়ার হুসেন (২২) বাড়ি ব্রাহ্মণশাসন এলাকায়। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী টুইট করে তা স্পষ্ট করেছিলেন। সকলকেই এখন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড কেয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এছাড়া তাঁদের সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন প্রত্যেকের আবার সোয়াব সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে বলে বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড সেলে ৭১ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে, তিনি হাইলাকান্দি জেলার ফইজুল হক। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের কোভিড ওয়ার্ডে ৫৭ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এছাড়া তিন জেলার ১১ জন সুস্থ হয়ে চলে গেছেন।

এদিকে কাছাড় জেলায় কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩১ জনে। এর মধ্যে একজন শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ঢেকিয়াজুলির ঠেলামারা কোচগাঁওয়ের বাসিন্দা। বিপরীতে করিমগঞ্জ জেলার ২৮ জন এবং হাইলাকান্দি জেলার ১০ জন লোক আক্রান্ত হয়েছেন। অপরদিকে ত্রিপুরার ২ জনকে আক্রান্তের তালিকায় যুক্ত করে বরাক উপত্যকার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭১-এ। ক্রমবর্ধমান কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্তের ঘটনায় উপত্যকার জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

মণিপুরে সোমবার আরও দুজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। আজকের নতুন দুজনকে রাজ্যে কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩৪ হয়েছে। এর মধ্যে চারজনকে সুস্থ বলে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। সক্রিয় করোনা-আক্রান্ত ৩০ জনের চিকিৎসা চলছে।

নতুন দুজনের একজন চূড়াচাঁদপুর জেলার বাসিন্দা। ২৬ বছর বয়সি সংক্রমিত পুরুষ রোগীকে চূড়াচাঁদপুর জেলা হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে স্থানান্তর করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে। এছাড়া ৩৪ তম পুরুষ রোগী ননে জেলার বাসিন্দা। তাঁকে ইমফলের দ্য রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েস (রিমস-এর কোভিড-১৯ কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হয়েছে। উভয়ের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে থাকতে হবে।

তিনি জানান, আগামী ২৮মে বাংলাদেশ থেকে মোট ১০৫ জন আখাউড়া হয়ে রাজ্যে আসবেন। তাঁদের সকলকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রেখে নমুনা সংগ্রহ করা হবে। তারপর রিপোর্ট নেগেটিভ হলে ১৪ দিনের জন্য বাড়িতে একান্তবাসে থাকবেন। আর পজিটিভ হলে ট্রিটমেন্ট সেন্টারে পাঠানো হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, উপসর্গ নাই কিন্তু হটস্পট যেমন কোলকাতা, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, চেন্নাই থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন থেকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে নিয়ে যাওয়া হবে। যদি একান্তবাসে থাকা ব্যক্তির নমুনা নেওয়ার পর উপসর্গ দেখা দেয় তাহলে তার কাছাকাছি আসা সব ব্যক্তিকে ১৪দিনের জন্য একান্তবাসে এবং পরে প্রয়োজনে ১৪দিন বেশি বা ল্যাবটেস্টে নেগেটিভ না হওয়া পর্যন্ত একান্তবাসে থাকতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকার এই লকডাউনে বিপিএল ভুক্ত পরিবারদের ৩ মাসের বিনা পয়সায় রেশন দিয়েছে। এমনকি এপি এল ভুক্ত পরিবারদেরও এক মাসের রেশন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যেসকল লোক বহির্রাজ্যে আটকে রয়েছে তাদের সহায়তায় প্রথম দফায় ৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিষয়ে খতিয়ে দেখছে ও সহযোগিতা করছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যের জনগণ যাতে কোনও রকম সমস্যার সম্মখীন না হয় তারজন্য মন্ত্রী রতনলাল নাথ সদর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান রেখেছেন।

প্রসঙ্গত, এদিন সদর মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত ক্লাব, আরক্ষা দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে নোভেল করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত সচেতনতার জন্য মহকুমা শাসকের আহ্বানে ওই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০৩২৩

● প্রথম পাতার পর

পদে পুনঃনিযুক্তির জন্য ইতিমধ্যেই সুপ্রিমকোর্টের কাছে একটি আবেদন জানিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে অনুমতি পেলেই রাজ্য সরকার তাদের চাকরিতে নিযুক্তির করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তা কতটা বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে সংশয় দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

টেনিস আর ভালো লাগছে না নাদালের

দেশে দেশে মরছে মানুষ। করোনার এই সময়ে টেনিসে মন বসাতে পারছেন স্প্যানিশ টেনিস তারকা

ইতিহাস গড়ার দারপ্রান্তে রাফায়েল নাদাল। আর একটি শিরোপা জিতলেই সবচেয়ে বেশি ২০টি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী রজার ফেদেরারকে ছুঁয়ে ফেলবেন। দুটি জিতলে সুইস কিংবদন্তিকে ছাড়িয়ে গড়বেন নতুন রেকর্ড। আর এটা নাদালের পক্ষে খুবই সম্ভব। বাপ-দাদার সম্পত্তি বানিয়ে ফেলা ফ্রেঞ্চ ওপেনেই যদি আর কয়েকটি বছরও খেলেন তাহলেই ছাড়িয়ে যাবেন ফেদেরারকে। আর সম্প্রাতিক বছরগুলোয় যেভাবে ক্লে-কোর্টের বাইরেও সাফল্যে পাচ্ছেন, তাতে আগামী বছরই নতুন উচ্চতায় নিজকে তুলতে পারার কথা স্পেনের টেনিস তারকার।

কিন্তু এমন একটা রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নাদালকে টেনিস আর টানছে না! একদমই মন বসাতে পারছেন না প্রিয় খেলাটিতে। স্প্যানিশ টেনিস তারকার টেনিসে এই মন না বসাতে পারার খবরটি দিয়েছেন তাঁর চাচা ও শুরু থেকে লম্বা একটা সময় নাদালের কোচ হিসেবে কাজ করা টনি নাদাল।

রাফায়েল নাদালকে টেনিসে নিয়ে আসার পেছনে এই টনিরই সবচেয়ে বড় অবদান। কিশোর বয়সে টেনিসের পাশাপাশি ফুটবলও খেলতেন নাদাল। দুই খেলার কোনটাকে বেছে নেবেন, এই নিয়ে যখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন, তখনই টনি টেনিসের পথটা বাতলে দেন নাদালকে। সেই শুরু থেকেই নাদালের কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা টনি জানিয়েছেন, টেনিস নয় এই সময়ে নাদালের মাথাজুড়ে আছে করোনা ও করোনায় বিপর্যস্ত মানুষের চিন্তা। স্প্যানিশ পত্রিকা মুন্দো দেপোর্তিভোকে বলেছেন, ‘এত বড় সমস্যার মধ্যে বাকি সবকিছু ভুলে যান। ওগুলো পরে। টেনিস নয়, করোনাভাইরাস নিয়ে চিন্তা করার সময় এখন।’ এর পরই বলেছেন আসল কথাটা, ‘নাদালের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে আমাকে বলেছে, এই মুহূর্তে সে টেনিসে মনোযোগ দিতে পারছে না। কেউ যদি একটুও সংবেদনশীল হয়, তাহলে তারও এটাই হওয়ার কথা।’

করোনা ভাইরাসের কারণে ফ্রেঞ্চ ওপেন পিছিয়ে গেছে। বাতিল হয়ে গেছে উইম্বলডন। নির্ধারিত সময়ে ইউএস ওপেন শুরু হওয়া নিয়েও আছে সংশয়। সংশয় আছে এ বছর টেনিসের কোর্টে ফেরা নিয়েও। তবে এ সব নিয়ে খুব একটা ভাবছেন না টনি নাদাল। যখনই টেনিস ফিরুক, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নাদালের মানিয়ে নিতে সমস্যা হবে না বলেই মনে করেন টনি।

রিয়ালে ‘নতুন’ শুরুর অপেক্ষায় আসেনসিও

বাঁ পায়ের হাঁটুর চোটে লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে যাওয়া মার্কো আসেনসিওর ২০১৯-২০ মৌসুমে মাঠে নামার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বদলে গেছে পরিস্থিতি, যা শাপেবর হয়েছে এই স্প্যানিয়ার্ডের জন্য। থমকে থাকা ফুটবল আছে ফেরার পথে, তাতে রিয়াল মাদ্রিদে যেন ‘নতুন’ করে শুরু করতে যাচ্ছেন আসেনসিও।

গত বছরের জুলাইয়ে, রিয়াল-আর্সেনাল প্রীতি ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে হাঁটুতে ওই চোট পান আসেনসিও। মাঠ ছাড়তে হয় স্ট্রেচারে করে। এই মৌসুমে আর মাঠে নামতে পারবেন না বলেই ধারণা ছিল। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অবশ্য সেটিই হতো। তবে বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে লা লিগার এখনও বাকি ১১ রাউন্ড। বাকি আছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগও। সব মিলে চোট থেকে সেরে ওঠার পথে থাকা আসেনসিওকে গুরুত্বপূর্ণ শেষ সময়ে পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা জেগেছে রিয়ালের।

স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কার সোমবারের প্রতিবেদনে জানানো হয়, এখন পর্যন্ত হাঁটুর সব পরীক্ষায় উতরে গেছেন আসেনসিও। কোনো তাড়াহুড়ো ছাড়াই সেরে ওঠার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারবেন। মূলত মিডফিল্ডার হলেও আক্রমণভাগেও খেলতে পারদর্শী ২৪ বছর বয়সী আসেনসিও মাঠে ফেরার ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী।

দুই মাস ঘরবন্দি থাকার পর গত সপ্তাহে অনুশীলনে ফিরেছে রিয়াল। তিন দিন আগে ক্লাবের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে এসেছিলেন ক্লাব সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেস। কোচ জিনেদিন জিদান ও অধিনায়ক সের্হিও রামোসের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন তিনি। লম্বা সময় ধরে কথা বলেন আসেনসিওর সঙ্গে।

ইউভেন্তুসে পাড়ি জমানো ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর শূন্যস্থান পূরণে তাকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল অনেক প্রত্যাশা। তবে ২০১৮-১৯ মৌসুমে নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি তিনি, নিজেকে খুঁজে পেতে করছিলেন লড়াই। তবে আসেনসিওর প্রতি আস্থার কমতি নেই জিদানের। তাকে সমর্থন দিয়ে আসছেন ক্লাব সভাপতি ও কোচিং স্টাফের অন্যরাও। ২০১৬ সালে ইউরোপিয়ান সুপার কাপে সেভিয়ার বিপক্ষে রিয়ালের জার্সিতে অভিষেক হয় আসেনসিওর। সেই ম্যাচের ২১ মিনিটেই ক্লাবের হয়ে প্রথম গোল করেন তিনি। মাঝের ব্যর্থতা দূরে ঠেলে সাবেক মায়োর্কা খেলোয়াড়ের সামনে এখন সময় এসেছে কোচের আস্থার প্রতিদান দেওয়ার।

স্পেনের কোচ লুইস এনরিকেও আসেনসিওর খেলার বড় ভক্ত। জাতীয় দলের কোচকে নিশ্চয় মুগ্ধ করতে চাইবেন আসেনসিও। এখন অবশ্য তার প্রথম লক্ষ্য, মাঠে ফেরা এবং রিয়ালকে লিগ শিরোপা জেতাতে সাহায্য করা।

স্থগিত লা লিগা মাঠে ফিরতে পারে আগামী ১১ জুন। লুকা ইয়োভিচ ও মারিয়ানো সে সময় চোট থেকে সেরে না উঠলে দ্বিতীয় স্ট্রাইকার হিসেবে খেলতে পারেন আসেনসিও।

সব মিলে আসেনসিও যেন এখন রিয়ালের মৌসুমের মাঝপথে কেনা কোনো খেলোয়াড়, যিনি অপেক্ষায় আছেন নতুন শুরুর।

চল্লিশেও ভারতের হয়ে খেলতে চান হরভজন

এই জুলাইয়ের শুরুতেই বয়স চল্লিশ পূর্ণ করবেন হরভজন সিং। সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বাদ পেয়েছেন চার বছর আগে। তবু ভারতের হয়ে মাঠে নামার ইচ্ছে তার মরে যায়নি। এই অফ স্পিনারের বিশ্বাস, টি-টোয়েন্টিতে দেশের হয়ে খেলতে তিনি ফিট। মানসিকভাবেও প্রস্তুত।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের দ্বিতীয় সফলতম বোলার হরভজন। তার ৭০৭ উইকেটের চেয়ে বেশি নিয়েছেন কেবল অনিল কুম্বলে (৯৫৩)। তবে তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার থেমে আছে দীর্ঘদিন ধরেই। সবশেষ টেস্ট ও ওয়ানডে খেলেছেন ২০১৫ সালে। এই দুই সংস্করণে ক্যারিয়ারের ইতি দেখে ফেলেছেন হরভজন নিজেও। তবে তার স্বপ্ন বেঁচে আছে ২০ ওভারের ক্রিকেট ঘিরে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি সবশেষ খেলেছেন টি-টোয়েন্টিতেই। ২০১৬ এশিয়া কাপে একটি ম্যাচ খেলেছিলেন বাংলাদেশে, ভালোও করেছিলেন। এরপর আর সুযোগ মেলেনি।

আইপিএলে অবশ্য তিনি নিয়মিত পারফরমার। এটিই তাকে এখনও আশা দেখাচ্ছে ভারতের হয়ে আবার মাঠে নামার, বলেছেন তিনি ইএসপিএনক্রিকইনফোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে।

“ আমি প্রস্তুত (ভারতের হয়ে খেলতে)। আইপিএলে যদি ভালো বোলিং করতে পারি বোলারদের জন্য এই টুর্নামেন্ট খুবই কঠিন, কারণ মাঠ ছোট, বিশ্বের শীর্ষ ক্রিকেটাররা খেলেন তাদের বিপক্ষে বল করা খুবই চ্যালেঞ্জিং আইপিএলে তাদের বিপক্ষে ভালো বল করলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ভালো করা সম্ভব। আইপিএলে আমি মূলত পাওয়ার প্লে ও মাঝের ওভারগুলোতে বল করেছি এবং নিয়মিত উইকেট নিয়েছি।”

১৫০ উইকেট নিয়ে আইপিএলের তৃতীয় সেরা উইকেট শিকারি বোলার হরভজন। ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন কেবল ৭.০৫। ১০ বছর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে খেলে তিনি নাম লিখিয়েছেন আরেক বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি চেন্নাই সুপার কিংসে। গত আইপিএলেও তিনি ছিলেন সফল, ১১ ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়েছেন ওভারপ্রতি ৭.০৯ রান দিয়ে। এই পারফরম্যান্সই তাকে জোগাচ্ছে বিশ্বাস।

“আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব দলের কিন্তু আইপিএল দলগুলির মতো মানসম্পন্ন ক্রিকেটার নেই। আইপিএলের সব দলেরই প্রথম ৬ ব্যাটসম্যান খুব ভালো। হ্যাঁ, ভারত-অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন আপ দুর্দান্ত। কিন্তু আমি যদি আইপিএলে ডেভিড ওয়ার্নার, জনি বেয়ারস্টোদের আউট করতে পারি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কেন পারব না?”

“তবে এটা তো আমার হাতে নেই। এখনকার ভারতীয় দলের ম্যানেজমেন্টের কেউ আমার সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলে না।”

আইপিএলে ক্রমাগত ভালো করে গেলেও টি-টোয়েন্টিতে জাতীয় দলে ডাক না পাওয়ায় হতাশ অভিজ্ঞ এই স্পিনার।

“তারা (নির্বাচকরা) আমার দিকে তাকাচ্ছে না, কারণ তারা মনে করে আমার বয়স অনেক বেশি। ঘরোয়া ক্রিকেটেও আমি খেলি না (আইপিএল ছাড়া)। গত ৪-৫ বছরে তারা আমার দিকে তাকায়নি, যদিও আইপিএলে ভালো করছিলাম, উইকেট নিচ্ছিলাম এবং রেকর্ড আমার পক্ষে ছিল।”

প্রয়াত বলবীর সিং সিনিয়র শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): হকি ”আইকন” বলবীর সিং সিনিয়রের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। সোমবার টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ”ক্রীড়া পারফরম্যান্সের জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন পদ্মশ্রী বলবীর সিং জি। প্রচুর গর্ব এবং সম্মান অর্জন করেছিলেন তিনি। নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ হকি খেলোয়াড়, তিনি একজন ভালো মেন্টরও ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে ব্যথিত। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা।”

হকি লেজেন্ড বলবীর সিং সিনিয়রের সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে পোস্ট করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইটারে লিখেছেন, ”পদ্মশ্রী বলবীর সিং সিনিয়রজির প্রয়াণে ব্যথিত, একজন অসাধারণ হকি খেলোয়াড়, যিনি হকি স্টিকের মাধ্যমে বিশ্ব হকিতে ছাপ রেখেছিলেন। অলিম্পিকে তিন-বারের স্বর্ণ পদক জয়ী বলবীরজির সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা।”

দীর্ঘ রোগভোগের পর সোমবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন হকি আইকন, অলিম্পিকে তিন-বারের স্বর্ণ পদক জয়ী বলবীর সিং সিনিয়র। সোমবার সকালে মোহালির একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন হকি লেজেন্ড বলবীর সিং। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। বিগত দু”সপ্তাহ ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন বলবীর সিং, চলতি মাসেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে মোহালির বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেশ কয়েকবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা বিফলে করে, সোমবার সকাল ৬.১৭ মিনিট নাগাদ জীবনাবসান হয়েছে তাঁর।

মেয়ে সুশবীর ভোমিয়া এবং নাতি কবির সিংয়ের সঙ্গে চন্ডীগড়ের সেক্টর ৩৬ বাসভবনে থাকতেন বলবীর সিং।

বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে নেই বায়ার্নের থিয়াগো

বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে হাইভোল্টেজ ম্যাচে থিয়াগো আলকান্তারাকে পাচ্ছে না বায়ার্ন মিউনিখ। পেশির চোটে ভুগছেন স্প্যানিশ এই মিডফিল্ডার।

বুন্ডেসলিগায় পয়েন্ট টেবিলের উপরের দুই দল মুখোমুখি হবে মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১০টায়। আগের দিন সোমবার ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে ২৯ বছর বয়সী থিয়াগোর চোট কাটিয়ে উঠতে না পারার বিষয়টি নিশ্চিত করেন কোচ হান্স ফ্লিক।

“থিয়াগো আজ অনুশীলন করেনি। দুর্ভাগ্যবশত সে ম্যাচটি (ডর্টমুন্ডে) খেলতে পারবে না।”

শনিবার আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে দলের ৫-২ গোলে জয়ের ম্যাচেও খেলতে পারেননি এই প্লেমেকার।

২৭ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে বায়ার্ন, ৪ পয়েন্ট পিছিয়ে ডর্টমুন্ড। লিগে দুই দলেরই বাকি আছে সাতটি করে ম্যাচ।

ডর্টমুন্ডের মাঠে ম্যাচটি জিতলে টানা অষ্টম লিগ শিরোপা জয়ের পথে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে যাবে বায়ার্ন।

রিয়ালের লা দেসিমা: ৯৩ মিনিটে রামোসের জাদু

ইতিহাস গড়তে মিনিট দুইয়ের মতো বাকি। লিসবনের স্টেডিয়াম অব লাইটসে চলছিল আতলেতিকো মাদ্রিদ সমর্থকদের গগনবিদারী হুঙ্কার, উৎসবের আয়োজন। মুহূর্তে পাল্টে গেল সব; ডান দিক থেকে লুকা মদ্রিচের কর্নার, দিয়েগো গদিনকে ফাঁকি দিয়ে জায়গা বানিয়ে সের্হিও রামোসের হেড, বল খুঁজে পেল ঠিকানা। ওই গোলেই যেন লেখা হয়ে গিয়েছিল ভাগ্য। অতিরিক্ত সময়ের একপেশে লড়াইয়ে লা দেসিমা জয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

২০১৩-১৪ মৌসুমে যেন উড়ছিল আতলেতিকো। বার্সেলোনা-রিয়ালকে পেছনে ফেলে তুলে ধরেছিল লা লিগা শিরোপা, ১৯৯৫-৯৬ মৌসুমের পর প্রথমবার। অপেক্ষা ছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে ইউরোপ সেরার আসনে বসার।

২৪ মে, ২০১৪-পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের ফাইনালে নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে দারুণ সম্ভাবনাও জাগিয়েছিল তারা। গোলরক্ষক ইকের কাসিয়াসের অমার্জনীয় ভুলে ৩৬তম মিনিটে গোল আদায় করে নেন গদিন। এরপর নিজেদের চিরচেনা ফুটবলে রক্ষণ দুর্গ গড়ে তোলে ১৯৭৩-৭৪ মৌসুমের পর ফাইনালে খেলা দলটি।

৯০ মিনিট পেরিয়ে ম্যাচ গড়ায় যোগ করা সময়ে। পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে কর্নার পায় রিয়াল। এরপরই সেই মদ্রিচ-রামোস জুটির অসাধারণ বোঝাপড়া এবং রিয়ালের পাল্টা হুঙ্কার।

তীরে গিয়ে স্বপ্ন ভাঙার হতাশা যেন পুরোপুরি ঘিরে ধরেছিল দিয়েগো সিমেওনের দলকে। অতিরিক্ত সময়ে কার্লো আনচেলত্তির দলের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি তারা। একে একে জালে বল পাঠান গ্যারেথ বেল, মার্সেলো ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো।

এক যুগের অপেক্ষা শেষে ইউরোপ সেরার মঞ্চে দশম শিরোপা জয়ের উল্লাসে মাতে রিয়াল মাদ্রিদ। রোববার পূর্ণ হলো এর ছয় বছর।

বর্ষপূর্তির দিনে সেদিনের সেই ৯৩তম মিনিটের অভাবনীয় মুহূর্তকে স্মরণ করলেন দুই নায়ক রামোস ও মদ্রিচ। রিয়ালের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকার গর্বিত কণ্ঠে শোনালেন সেই গল্প। রামোসের কাছে সেই রাত এক শব্দে ‘ঐতিহাসিক’।

“ঐতিহাসিক ও জাদুকরী। কারণ, মাদ্রিদ যেন এক জাদুর দুনিয়া, সৌভাগ্যবশত আমরা এর অংশ হতে পেরেছি।”

“লিসবনের কথা স্মরণ করলে প্রথমেই যেটি আমার মনে পড়ে, তা হলো ওই ট্রফি, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। অনেক বছরের লড়াইয়ের পর সেই শিরোপা। প্রথমে ফাইনালটি উপভোগ করা ও পরে শিরোপা জেতা। পরিবার, ত্যাগ-তিতীক্ষা এবং অতগুলো বছরের সব প্রচেষ্টার পর সেই সাফল্য। এটাই ফুটবলের সৌন্দর্য, পুরস্কার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ।”

রিয়ালের আজকের গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া সেদিন ছিলেন আতলেতিকোর প্রহরী। রামোসের স্মৃতিচারণায় ওঠে তার কথাও।

“সত্যি, হেডটা ছিল চমৎকার। গোলপোস্টে ছিল কোর্তোয়া; ঠিক সময়ে লাফিয়ে ওঠা, বল ও লক্ষ্যের মাঝের দুরত্ব বোঝা এবং বাস্তবায়ন-সবকিছুই হয়েছিল নিখুঁত। মদ্রিচের কর্নার ছিল দুর্দান্ত।”

“আমি পেছনের পোস্টে হেড করেছিলাম। ওখানে অনেকে ছিল এবং খুব সহজেই ব্লকড হতে পারতো। গদিন আমাকে মার্ক করছিল, ওখানে বেল, ক্রিস্তিয়ানোও ছিলপোস্টের দিকে ওরা ছুটতে পারতো এবং বল বাধা পেলে কাজে লাগাতে পারতো। ওই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অনেক খেলোয়াড়দের অনেক মুভমেন্ট ছিল। তবে গদিন প্রতিক্রিয়া দেখানোর সময় পায়নি, কারণ আমি ওর সামনে চলে এসেছিলাম। আর ওইটুকই আমাকে নিজের মতো সামনে এগোতে সাহায্য করেছিল, পেনাল্টি স্পটের কাছে আমি অনেকটা অরক্ষিত ছিলাম। ৯৩তম মিনিটের নিখুঁত হেডে ম্যাচে সমতা, যা আমাদের অতিরিক্ত সময়ে নিয়েছিল।”

দ্বিতীয়ার্ধের অধিকাংশ সময় বল ছিল রিয়ালের দখলে। একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছিল তারা, কিন্তু আতলেতিকোর রক্ষণ প্রাচীর ভাঙতে পারছিল না। সমর্থকদের অনেকেই হয়তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন; তবে রিয়াল শিবিরে বিশ্বাস ছিল। বিশ্বাস ছিল মদ্রিচের। ক্রোয়াট এই মিডফিল্ডার নাকি একরকম নিশ্চিত ছিলেন, গোল আসবেই।

“বিশ্বাস ছিল যে আমরা গোল পাব, আর সেই বিশ্বাসের জোরেই আমি খুব শান্ত ছিলাম। সের্হিও ভালো জায়গায় ছিল, নিজেকে সে দারুণ পজিশনে নিয়ে আসে এবং যেভাবে সে লাফিয়ে বল জালে পাঠায়, যা ছিল ঐতিহাসিক। অবিশ্বাস্য।”

“ওই মৌসুমে ওইরকম কর্নার আমরা অনেকবার অনুশীলন করেছিলাম।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচেও আমরা অমন গোল করেছিলাম, বায়ার্নের বিপক্ষে এবং লা লিগার কিছু ম্যাচে।

ওই জায়গায় ভালোভাবে বল পাঠানোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা আমি করেছিলাম। এরপর সের্হিও দারুণ ক্ষিপ্রতায় ছুটে গিয়ে নিখুঁতভাবে গোলটি করে।”

সেদিনের ইউরোপ জয়ের পর এক মৌসুম বাদে জিনেদিন জিদানের অধীনে রিয়াল হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য। ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ মৌসুমে শিরোপাটি জিতে প্রথম দল হিসেবে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের রেকর্ড গড়ে তারা। যাদের নামের পাশে এখন রেকর্ড ১৩ বার ইউরোপ সেরা হওয়ার কীর্তি।

‘সেভিয়া ডার্বি’ দিয়ে লা লিগা ফেরার সম্ভাবনা

সরকারের অনুমতি মিলেছে, এবার নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা। দিনক্ষণ চূড়ান্ত না হলেও, আগামী ১১ জুন রিয়াল বেতিস-সেভিয়া ম্যাচ দিয়ে লা লিগা মাঠে ফেরানোর আশা করছেন প্রতিযোগিতাটির প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের তেবাস।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেস গত শনিবার ঘোষণা দেন, আগামী ৮ জুন থেকে লা লিগা ফিরতে পারবে। এবার এলো তেবাসের এই ঘোষণা।

ফেরার দিনে কেবল একটি ম্যাচ হবে। প্রায় তিন মাসের বিরতি শেষে ফুটবল ফেরার দিনে করোনাভাইরাসে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা জানানো হবে বলে রোববার মুভিস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান তেবাস।

“আশা করি, এই তারিখ নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং ফেরার ম্যাচটি সেভিয়া ডার্বি হলে বেশ হবে। ম্যাচটি শুরু হবে স্থানীয় সময় রাত ১০টায়।”

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের ছোবলে গত ১২ মার্চ স্থগিত হয়ে যায় লা লিগা। প্রায় দুই মাসের ঘরবন্দি জীবন শেষে গত ৮ মে থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলনে ফেরা শুরু করে দলগুলো। গত সপ্তাহ থেকে শুরু হয় সর্বোচ্চ ১০জনের গ্রুপ অনুশীলন।

লিগ ফেরানোর পরিকল্পনায় পরবর্তী ধাপ, স্বাভাবিক দলগত অনুশীলন শুরু করা।

“বর্তমানে এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। যদি তা করতে পারি, তাহলে প্রতিযোগিতা ফেরানোর বিষয়টি এগিয়ে নিতে পারব। এখন আমাদের লক্ষ্য, আগামী সপ্তাহে প্রথম চার রাউন্ডের সূচি ঘোষণা করার মতো অবস্থায় পৌঁছানো।”

লা লিগায় এখনও ১১ রাউন্ডের খেলা বাকি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা।

কোভিড-১৯ মহামারী মারাত্মকভাবে আঘাত হানা দেশগুলোর একটি স্পেন। এখন পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লাখ ৮২ হাজারের বেশি মানুষ, মারা গেছেন ২৮ হাজার ৭৫০ জনের বেশি।

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে জার্মানির বুন্ডেসলিগা মাঠে ফিরেছে সবার আগে। দুই মাসেরও বেশি সময় স্থগিত থাকার পর দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে কঠোর নিয়মের মধ্যে গত ১৬ মে শুরু হয়েছে খেলা।

হেরোইনসহ গ্রেপ্তার শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার

সঙ্গে হেরোইন রাখার দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন এক শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার। দেশটির নেগোম্বো শহরের উত্তরপূর্বে পান্নালা অঞ্চলের স্থানীয় এক ম্যাজিস্ট্রেট তার ১৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

ওই ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গত দুই বছরে তিনি শ্রীলঙ্কার হয়ে কোনো ম্যাচ খেলেননি এবং সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলের বিবেচনাও ছিলেন না। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কায় কারফিউ জারি হওয়ার আগে দেশটির ঘরোয়া ক্রিকেটে অবশ্য খেলেছিলেন তিনি।

গত শনিবার দুই গ্রামের একটু বেশি হেরোইনসহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে সোমবার ইএসপিএনক্রিকনফোকে নিশ্চিত করেন শ্রীলঙ্কা পুলিশের মিডিয়া বিভাগ। রোববার তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। পরে তাকে হাইকোর্টে তোলা হবে।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের প্রধান নির্বাহী অ্যাশলি ডি সিলভা জানান, ওই ক্রিকেটারের গ্রেপ্তার হওয়ার বিষয়টি তারা জেনেছেন সোমবার সকালে। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বুধবার বোর্ডের পরবর্তী সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে ধারণা করা হচ্ছে।

জাগরণ 26 May, 2020, Tuesday আগরতলা ২৬ মে, ২০২০ ইং, ■ ১২ জৈষ্ঠ্য, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সোমবার বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের ১২১ তম জন্ম জয়ন্তি পালন উপলক্ষ্যে তাঁর পতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

নতুন করে মৃত্যু হয়নি, ৭২ বেড়ে রাজস্থানে করোনা-সংক্রমিত ৭,১০০

জয়পুর, ২৫ মে (হি.স.): কমছে না বরং প্রতিদিনই বেড়েই চলেছে! রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭২ জন। স্বস্তির বিষয় হল, নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। নতুন করে ৭২ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭,১০০। সোমবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, সোমবার রাজস্থানে নতুন করে ৭২ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। আক্রান্ত ৭২ জনের মধ্যে জয়পুরে ১১ জন, পালিতে ২৫ জন, সিকারে ২২ জন, কোটায় ৭ জন, আলওয়ারে ৫ জন এবং ঢোলপুর ও সওয়াই মাধোপুরে একজন করে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৭,১০০-এ পৌঁছেছে। মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৮৫৬ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ৩০৮১ এবং মৃত্যু হয়েছে ১৬৩ জনের।

করোনা-প্রকোপে দিশেহারা বিশ্ব! পৃথিবীব্যাপী মৃত্যু বেড়ে ৩,৪৫,০৫৯

ওয়াশিংটন, ২৫ মে (হি.স.): কোভিড-১৯, নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। দিশেহারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সোমবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ০৫৯-এ পৌঁছেছে। সংক্রমিত ৫.৪ মিলিয়নের বেশি। ২৫ মে সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৫.৪ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ৩,৪৫,০৫৯। করোনাভাইরাসের আক্রান্ত হয়ে সমগ্র বিশ্বে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্ত ও মৃত্যুর নিরিখে সর্বাগ্রে আমেরিকা, দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলও। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১.৬ মিলিয়নের থেকেও বেশি, ব্রাজিলে আক্রান্ত ৩৬৩, ২১১, রাশিয়ায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩৪৪,৪৮১, ব্রিটেনে ২৬০,৯১৬ জন এবং স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২৩৫,৭৭২।

২৪ ঘণ্টায় বঙ্গে করোনা আক্রান্ত ১৪৯, মৃত বেড়ে ২০৬ : স্বাস্থ্য দফতর

কলকাতা, ২৫মে (হি. স.): গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৪৯জন। গত ২৪ঘন্টায় ৬জনের মৃত্যু হয়েছে। সুস্থ হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বাড়ি গিয়েছেন ৭৫জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২১২৪। সোমবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮১৬ জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১৪১৪জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২০৬জনের। অডিট কমিটির দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বাকি ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল কো মর্বিডিটির জন্য। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৭.০৫ শতাংশ সুস্থ হয়েছে।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৯হাজার ২২৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১ লাখ ৪৮হাজার ৪৯টি। এখন রাজ্যে ৩৩টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্তবাস রয়েছেন ১৭হাজার ১৭১জন। সরকারি একান্তবাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ৪০হাজার ৭৯০জন। এখন বাড়িতে একান্তবাসে রয়েছেন ১লাখ ২হাজার ৮৯০জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৭৫হাজার ২১৮জনের।

গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে পাওয়া গিয়েছে ২৮টি নতুন কেস। এই পর্যন্ত এরমধ্যে কলকাতা থেকে পাওয়া গেছে মোট ১৬৯৫টি কেস। তাদের মধ্যে আরও ৩১জন গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ইতিমধ্যে মোট ৬৮৩জন সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন। করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৪জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৩২জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। কো- মর্বিডিটির জন্য মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের। বর্তমানে কলকাতায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৮২৮জন। বাকি মৃত দুজনের মধ্যে একজন হাওড়া ও একজন উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা।

ঝাড়খন্ডে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭৮

রাচি, ২৫ মে (হি. স.): ঝাড়খন্ডে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭৮। রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগে তরফ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, সোমবার সকাল পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছে ১৪৮ জন সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২২৬।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গোটা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যে চতুর্থ দফার লকডাউন চলছে। এমন পরিস্থিতিতে করোনা সংক্রমণের উপর লাগাম টানা যাচ্ছে না। প্রশাসন সচেষ্ট হলেও এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বহু মানুষ।প্রসঙ্গত গোটা দেশজুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৮৮৪৫।এরমধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৭৭১০৩।৫৭৭২০ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে ধনকরের আবেদন

কলকাতা, ২৫ মে (হি. স.) : রাজ্যে এই দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে পুনর্গঠনের কাজে সবাইকে উদ্যোগী হওয়ার আবেদন করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

সোমবার সন্ধ্যায় এক টুইটে তিনি লেখেন, "প্রয়োজনের এই সময়ে রাজ্যের পাশে এসে দাঁড়াতে এবং রাজ্যের মানুষকে সাহায্য করতে সবাইকে আবেদন করছি।" একটি সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলে 'বাংলার জন্য ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বদেশী এলসিএ তেজসের ১৮ স্কোয়াড্রন "ফ্লাইং বুলেট" ২৭ মে থেকে শুরু হবে

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি. স.) : ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১৮ স্কোয়াড্রন ফ্লাইয়িং বুলেট আগামী ২৭ মে থেকে শুরু হচ্ছে। বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল আর কে এস ভাদুরিয়া ওই কর্মসূচির পরিচালনা করবেন। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের নিকটে সুলুর এয়ারফোর্স স্টেশনে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওই স্কোয়াড্রন তেজস বিমানে সুসজ্জিত থাকবে। এটি তেজসকে উড়ানোর জন্য বিমান বাহিনীর দ্বিতীয় স্কোয়াড্রন হবে। এয়ার চিফ মার্শাল ভাদুরিয়া এখন পর্যন্ত রাফাল যুদ্ধবিমান সহ ২৮ টিরও বেশি যুদ্ধ এবং পরিবহন বিমান চালিয়েছেন। তিনি গবেষণামূলক পরীক্ষার পাইলট হওয়ার পাশাপাশি "এ" বিভাগে পরীক্ষিত ফ্লায়িং এবং পাইলট অ্যাটাক প্রশিক্ষকও বটে।বিমান বাহিনী প্রধান ভাদুরিয়া বুধবার ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১৮ স্কোয়াড্রন ফ্লায়িং বুলেট পরিচালনা করবেন। ১৮ স্কোয়াড্রন ১৯৬৫ সালের ১৫ এপ্রিল "তীব্র এবং নির্ভয়" অর্থাৎ "সুইফ অ্যান্ড ফিয়ারলেস" মন্ত্রে গঠিত হয়েছিল। এয়ার ফোর্সের এই স্কোয়াড্রন ১৫ এপ্রিল, ২০১৬-র আগে মিগ -২৭ বিমান চালাচ্ছিল।এই স্কোয়াড্রন-কে গত ১ এপ্রিল সুলুরে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। এই স্কোয়াড্রন পাকিস্তানের সাথে একাত্তরের যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। স্কোয়াড্রনের ফ্লাইং অফিসার নির্মল জিত সিং সাখো-কে মরণোত্তর পরম বীরচক্র দিয়ে সর্বোচ্চ বীরত্বের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। এই স্কোয়াড্রন শ্রীনগরে প্রথম গ্রাউন্ড তৈরি ও পরিচালনা করেছিল।চতুর্থ প্রজন্মের দেশীয় তেজস ল্যাজবিহীন যৌগিক ডেল্টা উইং বিমান। বিমানটি ফ্লাই-বাই-ওয়্যার ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম, ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল এভিওনিক্স, মাল্টিমোড রাডার সহ সজ্জিত। বিমানটি চতুর্থ প্রজন্মের সুপারসনিক যুদ্ধবিমানের গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে হালকা এবং ছোট। ভারতে তৈরি এলসিএ তেজাস ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সালে পরিচালনার চূড়ান্ত ছাড়পত্র পেয়েছিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তৎকালীন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত বেঙ্গালুরুতে অ্যারো ইন্ডিয়া -২০১৯ অনুষ্ঠানের সময় বিমানটি চালিয়েছিলেন এবং যুদ্ধবিমান পরিদর্শন করেছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ-ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বেঙ্গালুরুতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধবিমান তেজাস-র আকাশ সফরের অভিজ্ঞতা নিয়েছিলেন।

ফের পরিযায়ী শ্রমিকের দেহে করোনার হদিশ, স্যানিটাইজ করা হল এলাকা

দুর্গাপুর, ২৫ মে(হি.স.): আবারও পরিযায়ী শ্রমিকের দেহে করোনা সংক্রামক। খবর চাউর হতেই আতঙ্কিত এলাকাবাসী। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুর বেনাচিতি নতুনপল্লী ও লাউদোহার জেমুয়া এলাকায়। পজেটিভ রিপোর্ট আসতে প্রশাসনিক তৎপরতা। আক্রান্ত রোগীদের পাঠানো উদ্যোগ কোভিড হাসপাতালে। সংস্পর্শে থাকা কয়েকজনকে রাখা হল কোয়ারেন্টাইনে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহখানেক ধরে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানোর কাজ চলছে। সম্প্রতি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের ব্যাবস্থা হয়েছে। তার আগে অনেকে পায়ে হেঁটে, সাইকেলে আবার অনেকে লরিতে ফিরেছে। তবে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে সংক্রামকের আশঙ্কায় আতঙ্কে ছিল রাজ্যবাসী। দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসন সুত্রে জানা গেছে, বেনাচিতির নতুনপল্লী এলাকায় এক পরিযায়ী শ্রমিকের শরীরে কোভিড-১৯ পজেটিভ পাওয়া গেছে। এছাড়াও জেমুয়ায় একজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

এদিকে, খবর চাউর হতেই গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জানা গেছে, নতুনপল্লীর ওই যুবক ভিনরাজ্যে কাজ করত সম্প্রতি ফিরেছে। এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিল। দুর্গাপুর মহকুমাশাসক অনির্বান কোলে জানান,' দুজনকেই কোভিড হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। তাদের সংস্পর্শে থাকা সকলকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি গোটা এলাকা স্যানিটাইজেশন করা হয়েছে।'

মৃত্যু আরও ৬৩৮ জনের, আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ৯৭,৬৮৬

ওয়াশিংটন, ২৫ মে (হি.স.): আমেরিকায় ফের হাজারের নীচে নামল দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৬৩৮ জন। নতুন করে ৬৩৮ করোনা রোগীর মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৯৭,৬৮৬-তে পৌঁছেছে। সোমবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৬৩৮ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ৯৭ হাজার ৬৮৬-তে পৌঁছেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় থামছেই না আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১.৬৩ মিলিয়নের বেশি।

নয়া বিধিনিষেধ ট্রাম্পের, ব্রাজিল থেকে আমেরিকায় ভ্রমণ আপাতত স্থগিত

ওয়াশিংটন, ২৫ মে (হি.স.): বিশ্বজুড়ে করোনা-সংক্রমণে নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ব্রাজিল। ব্রাজিলই এখন করোনা-সংক্রমণের ভরকেন্দ্রে (হটস্পট) পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্রাজিল থেকে আমেরিকায় ভ্রমণ স্থগিত করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।কোনও যাত্রী যদি ১৪ দিনের জন্য ব্রাজিলে থেকে থাকেন, তাহলে তাঁকে আমেরিকায় প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হবে না, ২৮ থেকে কার্যকর হবে এই নিয়ম। তবে, নতুন নিয়মে বাণিজ্যে কোনও প্রভাব পড়বে না।

করোনা-সংক্রমণের নয়া হটস্পট-এ পরিণত হয়েছে ব্রাজিল। ব্রাজিলে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। তাই দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশ থেকে আমেরিকায় প্রবেশ আপাতত সাসপেন্ড করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিবৃতি মারফত হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কে ম্যাকএনানি জানিয়েছেন, "এই পদক্ষেপের ফলে ব্রাজিলে থাকা বিদেশি নাগরিকরা আমাদের দেশে সংক্রমণের উৎস হতে পারবেন না। আমেরিকা ও ব্রাজিলের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই নতুন নিয়ম ও বিধিনিষেধ প্রযোজ্য নয়।"

হিমাচলে করোনায় ফের মৃত্যু, শিমলায় মৃত ৭২ বছর বয়সী বৃদ্ধা

শিমলা, ২৫ মে (হি.স.): হিমাচল প্রদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ফের মৃত্যু। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন ৭২ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধা। রবিবার রাতে শিমলার ইন্দিরা গান্ধী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ওই বৃদ্ধার। ৭৩ বছর বয়সী বৃদ্ধার মৃত্যুর পর শিমলার করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪।

শিমলার ইন্দিরা গান্ধী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার চিকিৎসক জনক রাজ জানিয়েছেন, রবিবার রাতে প্রাণ হারিয়েছেন ৭৩ বছর বয়সী করোনা-আক্রান্ত রোগী একজন বৃদ্ধা। করোনা-সংক্রমিত ওই বৃদ্ধার একাধিক অঙ্গ বিকল হয়ে গিয়েছিল। গত ২৩ মে ডায়ালিসিসের জন্য শিমলার ইন্দিরা গান্ধী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল হামিরপুরের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধাকে। ওই বৃদ্ধার বাড়ি হামিরপুর শহরের দুঘা এলাকা।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইদের দিনে ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি নাককাটিগাছে

তুফানগঞ্জ, ২৫ মে (হি. স.) : কোচবিহারের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বীপড়পায় কয়েক মিনিটের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এলাকা। গাছ পড়ে বেশ কিছু সময় বন্ধ ছিল তুফানগঞ্জ-বালাভূত রাজ্য সড়ক। গাছ পড়ে ১০টি ঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সোমবারপবিত্র ইদের দিনে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ল দ্বিপড়পার এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু পরিবার। ইতিমধ্যে এলাকায় পৌছেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কারে হাত লাগিয়েছে স্থানীয়রাই।

এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সরোয়াল শেখ, তাহের আলী, দুলাল শেখ জানান, এদিন সকাল পৌনে আটটা নাগাদ বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টি শুরু হতেই শুরু হয় ঘুর্ণিঝড়। ঝড়ে দ্বীপড়পার এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিদ্যুতের খুটি উপড়ে যায়। গাছ পড়ে ক্ষতি হয় বেশ কিছু বাড়ির। কয়েক মিনিটের ঝড়ে ম্লান হয়ে যায় ইদের খুশি।

ইদ মুবারক! খুশির উৎসবে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

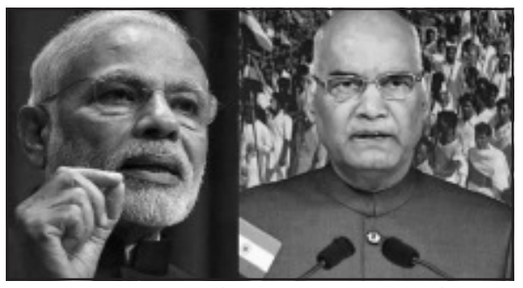

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): সোমবার খুশির ইদ, কিন্তু মন ভাল নেই কারও। এবারের ইদে সামান্য আনন্দও নেই কারও মনে, ভিড় নেই মসজিদে। কোভিড-১৯ ভাইরাস সব আনন্দ ছিনিয়ে নিয়েছে। করোনার প্রকোপ, দীর্ঘ লকডাউন, কাজহারানো মানুষের ভিড়, একাধিক সঙ্কটে মন ভালো নেই কারও। ইদের আনন্দ দূর অস্ত ঠিকই! তাও নামমাত্র ইদ উৎসবে মেতেছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন।

খুশির ইদ উপলক্ষ্যে সোমবার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা-বার্তায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ টুইট করে লিখেছেন, "ইদ মুবারক! এই উৎসব ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও সম্প্রীতির অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

...আসুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলি।" টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "ইদ মুবারক! ইদ-উল-ফিতর উপলক্ষে শুভেচ্ছা। এই উৎসব সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সংহতির চেতনা আরও উজ্জীবিত করুক। সবাই সুস্থ এবং সমৃদ্ধ থাকুন এই কামনা করি।"

চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু করোনা আক্রান্ত পুলিশ অফিসারের, অভিযোগে গরফা থানায় ভাঙচুর চালালো পুলিশের

কলকাতা, ২৫ মে (হি. স.): ঠিক মত চিকিৎসা না হওয়ায় মৃত্যু হয়েছে গড়ফা থানার করোনা আক্রান্ত এএসআই অফিসারের। এই অভিযোগে সোমবার উত্তেজনা ছড়ায় গড়ফা থানায়। গড়ফা থানার সিভিল ড্রেসে থাকা অন্যান্য পুলিশকর্মীরা ভাঙচুর চালায় থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। একের পর এক পুলিশকর্মীর করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে।

গড়ফা থানার এএসআই পদমর্যাদার এক অফিসার বেশ কিছুদিন আগে করোনা আক্রান্ত হয়ে হাওড়ার এক হাসপাতালে ভর্তি হন। ওই ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা চারজন পুলিশ অফিসার কেও হাওড়া ডুমুর জলা স্টেডিয়ামে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। হঠাৎই গতকাল ওই আক্রান্ত এএসআই অফিসারের শরীর ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে। এরপরেই তাঁকে হাওড়ার হাসপাতাল থেকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে আসার ব্যবস্থা শুরু হয়। কিন্তু আমফানের জেরে রাস্তায় গাছ পড়ে থাকায় বেশ কিছুটা সময় ব্যাহত হয় ওই অফিসারকে হাসপাতালে নিয়ে পৌঁছতে। তবে গতকাল রাত থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করলে আজকে সকালে মৃত্যু হয় ওই অফিসারের। এই খবর পাওয়ার পর এই উত্তেজনা ছড়ায় গড়ফা থানায়। সেখানে কর্মরত পুলিশ আধিকারিকদের অভিযোগ, চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হয়েছে ওই এএসআই অফিসারের। তাদের দাবি সময় মতো পর্যাপ্ত চিকিৎসা দিলে বেঁচে যেতেন ওই অফিসার। এর পরেই থানা চত্বরে শুরু হয় ভাঙচুর। থানার ভেতরে ও ভাঙচুর চালায় পুলিশ আধিকারিকরা।

তাদের আরও অভিযোগ সামনের সারিতে থেকে কাজ করতে হয় পুলিশ আধিকারিকদের। কিন্তু সেই মত পর্যাপ্ত নিরাপত্তা তারা পান না। স্যানিটাইজার, মাস্কের অভাব সহ বহু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তারা। সেই উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেই এদিন থানায় ভাঙচুর চালান তারা।

এদিকে এই খবর পাওয়া মাত্রই থানায় যাচ্ছেন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি ওই মৃত এসআই অফিসারের ফের একবার লালা রস নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে যদিও সেই রিপোর্ট এখনো এসে পৌঁছায়নি।

গুজরাত মডেল নিয়ে মন্তব্যকারী কংগ্রেসীদের বুদ্ধু বলে মন্তব্য তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২৫ মে (হি. স.) : এই দুর্যোগে বাংলার যারা 'গুজরাত মডেল' নিয়ে উপহাস করছেন, তাঁদের বোকা বা গাধা বলে মন্তব্য করলেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়। করোনাকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের যে দৃষ্টান্ত তৈরি করা হয়েছে, তা কি গুজরাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? করোনা মোকাবিলায় গুজরাতের সার্বিক ব্যর্থতার ফিরিস্তি দিয়ে এই প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস।

সোমবার এর প্রেক্ষিতে তথাগতবাবু টুইট করে লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গে আমপান এবং সারা দেশে করোনার দুর্যোগে খুব দুঃখের। এর মধ্যে কৌতুক জাগাচ্ছে গুজরাতের করোনার তুলনা করে কিছু বুদ্ধু রাজনীতিক কিভাবে মজা পাচ্ছে। ছ'দিন কলকাতায় বিদ্যুৎ ও জল নেই। তা সত্বেও ওঁরা করোনায় 'গুজরাত মডেল' ব্যর্থ বলে সুর তুলছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।